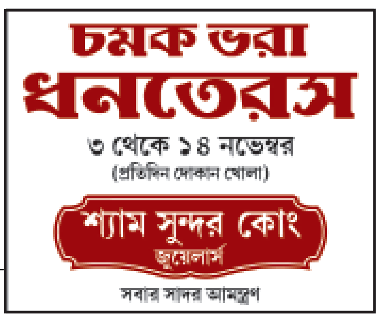

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 30 October, 2020 ■ আগরতলা, ৩০ অক্টোবর ২০২০ ইং ■ ১৩ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দেশে ৮০ লক্ষ ছাড়িয়ে গেল করোনা সংক্রমণ, মৃত্যু বেড়ে ১,২০,৫২৭

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.)।। ভারতে দৈনিক করোনা-সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা ফের নিম্নমুখী। যদিও, বাড়তে বাড়তে ভারতে ৮০-লক্ষ ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৮০,৪০,২০৩-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৫১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৪৫ হাজার ছাড়িয়ে শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৪৯,৮৮১ জন।

বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,২০,৫২৭ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৫৬,৪৮০ জন, ফলে এযাবৎ দেশে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৭৩,১৫,৯৮৯ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও

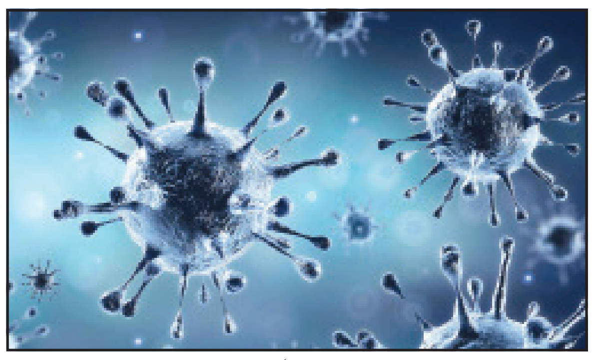

পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ০৩ হাজার ৬৮৭ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ৭,১১৬ জন।

২৮ অক্টোবর (বুধবার সারা দিনে) ভারতে ১০,৭৫,৭৬০টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ১০,৭৫,৭৬০টি স্যাম্পেলের মধ্যে পজিটিভ এসেছে ৪৯,৮৮১টি স্যাম্পেল, বাকিগুলি নেগেটিভ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, এ পর্যন্ত ভারতে ১০,৬৫,৬৩,৪৪০টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

এদিকে, ভারতে ফের অনেকটাই বাড়ল করোনা-পরীক্ষা। ভারতে ১০.৬৫ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১০,৬৫,৬৩,৪৪০-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১০.৭৫ লক্ষ করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৮ অক্টোবর (বুধবার সারা দিনে) ভারতে ১০,৭৫,৭৬০টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ১০,৬৫,৬৩,৪৪০টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা প্রতিদিনই লাফিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাসের ধাক্কায় বাইসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। সিমনাার মোহনপুরের বৈরাগীপাড়া চৌমুহনীতে বাসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছে এক যুবক। মৃত যুবকের নাম সত্য রঞ্জন রায়।ঘটনার বিবরণে জানা যায় দুটি বাস গাড়ি একটি অপরদিকে ওভারটেক করার সময় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ওই যুবককে ধাক্কা দেয়।

তাতে সাইকেল নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ওই যুবক ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়।স্থানীয়রা জানিয়েছেন বাস গাড়ি অপর একটি বাস গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে এই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত করেছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।সেখান থেকে নিহত যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে

বড় ভাইয়ের মারধরে গুরুতর আহত ছোট ভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। লেফুঙ্গা থানা এলাকার কামাল ঘাটের লক্ষ্মী পাড়ায় পারিবারিক কলহের জেরে বড় ভাইয়ের হাতে গুরুতরভাবে জখম হয়েছে ছোট ভাই। আহত ছোট ভাইয়ের নাম ঝুটন দাস। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে প্রথমে মোহনপুর প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা আশংজনক হওয়ায় সেখান থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় কামাল খাটের লক্ষ্মী পাড়ার দুই ভাইয়ের মধ্যে গত বেশ কিছুদিন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিধাইয়ে চা বাগানে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। সিধাই থানার কালাছড়া চা বাগান সংলগ্ন জঙ্গল থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম অজিত উড়িয়া। সে বাড়ির পাশেই জঙ্গলে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে মায়ের সঙ্গে বাক-বিতণ্ডার জেরে সে বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়ে বাড়ির পাশে জঙ্গলে ফাঁসিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।সূত্রটি আরো জানিয়েছে বিবাহিত ওই যুবকের স্ত্রী বাড়িতে ছিল না। স্ত্রীর অনুপস্থিতিতেই মায়র সঙ্গে তার ঝগড়া হয়। আর সেই ঝগড়ার জের এই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে অভিমানি ওই যুবক।

এ ব্যাপারে সিতাই থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেছে।মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

চাম্পামুড়ায় গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। খয়ের পুর পুলিশ আউটপোস্ট এলাকার পূর্ব চাম্পামুরা এলাকায় এক গৃহবধূকে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে। মৃত গৃহবধূর নাম প্রীতি দাশ। স্বামীর নাম সমর দাস। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন রা গৃহবধূর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে।

নির্যাতন সহ্য করেই স্বামীর সংসার করছিল ওই গৃহবধূ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেঘোরে প্রাণ দিতে হয়েছে গৃহবধূ প্রীতি দাশকে। গৃহবধূকে হত্যা করে তার বাপের বাড়িতে খবর পাঠানো হয় বলে বাপের বাড়ির লোকজন জানিয়েছেন। মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বাপের বাড়ির লোকজন তার বাড়িতে আসলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বামাল চার বাইক চোর ধৃত উত্তম-মধ্যম দিল জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ অক্টোবর।। চুরি যাওয়া বাইক সহ চার চোরকে আটক করা হয়েছে। সিপাহিজলা জেলার বিশালগড় মহকুমার মধুপুর থানা এলাকার কমলাসাগরের উত্তর কৈয়াঢেপায় স্থানীয় জনগণ চার কুখ্যাত বাইক চোরকে আটক করতে সক্ষম হয়েছেন। ওই চার চোরকে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন তাঁরা। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত চার জনের মধ্যে দুজনের বাড়ি কৈয়াঢেপায় এবং অন্য দুজনের বাড়ি ক্যাম্পেরবাজারে। জনতার গণপ্রহারে ওই চারজন গুরুতর আহত হয়েছে।

স্থানীয় জনগণ জানিয়েছেন, সীমান্তবর্তী ৩০ কার্ড এলাকার বাসিন্দারা ২ চোরকে সন্দেহজনকভাবে বাইক সহ আটক করেন। কিছুক্ষণ পরে আরও ২ বাইক চোর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলা সংগীত শিল্পী শ্লীলতাহানি মামলায় ধৃত চারজনের জামিন মঞ্জুর

আগরতলা, ২৯ অক্টোবর (হি. স.)।। ত্রিপুরায় মহিলা সংগীত শিল্পী-কে শ্লীলতাহানি-র ঘটনায় চারজন-কে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। কিন্তু, আজ আদালত তাদের জামিন মঞ্জুর করেছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় মহিলা সংগীত শিল্পীকে শ্লীলতাহানির ঘটনায় প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। পুলিশ ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ৪ অভিযুক্ত যুবককে আটক করেছে। দশমীর রাতে নিশ্চিন্তপুর সীমান্ত এলাকায় ওই সংগীত শিল্পীর শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ায় প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। আমতলি থানার পুলিশ নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৫৪-এ, ৩৫৪-বি, ৩৪ এবং আইটি এক্ট--র ৬৭ ধারায় মামলা রুজু করেছে।

এ-বিষয়ে আমতলি থানার পুলিশ জানিয়েছে, অশ্বিনী মার্কেট বিদ্যাসাগর পল্লি এলাকার বাসিন্দা মহিলা সংগীত শিল্পীর শ্লীলতাহানির ঘটনায় মূল অভিযুক্ত একই এলাকার বাসিন্দা সঞ্জিত বর্মণকে প্রথমে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অরিজিৎ বিশ্বাস, অসীম মজুমদার এবং উৎপল দে-কে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা সকলেই সেদিন ওই সংগীত শিল্পী-কে শ্লীলতাহানির ঘটনায় জড়িত রয়েছেন। আজ তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আদালতে ৫ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়েছে। পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, দশমীর রাতে নিশ্চিন্তপুরের কাছাকাছি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় তাঁর সাথে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল। প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করা হচ্ছে। কী ঘটেছিল তা তদন্তেই বেরিয়ে আসবে।

প্রসঙ্গত, রাতের বেলায় এক যুবতী এবং এক যুবককে কয়েকজন যুবক ঘেরাও করে অশালীন আচরণের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে ওই যুবতী তার সাথে যুবককে অপ্রীতিকর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। মানসিক অবসাদগ্রস্ত জনৈক যুবক গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। উত্তর ত্রিপুরা জেলা সদর ধর্মনগরের অফিসটিলা এলাকায় সংঘটিত এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। আত্মঘাতী যুবক সুপ্রিয় দেব বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

মৃতের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরে সুপ্রিয় মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। কিন্তু তিনি চিকিৎসা করাতে রাজি ছিলেন না। প্রায় সময় মনমরা হয়ে বসে থাকতেন।

আজ সকালে ধর্মনগরের অফিসটিলা এলাকায় একটি নির্জন স্থানে গাছের ডালে ফাঁস জড়িয়ে ঝুলন্ত এক মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয় জনগণ। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেওয়া হলে ধর্মনগর থানার পুলিশ ছুটে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর একটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছুটি

শুক্রবার কোজাগরি লক্ষ্মীপুজা উপলক্ষে জাগরণ ও রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর কর্মীদের ছুটি। তাই শনিবার এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

আজ লক্ষ্মী পূজা, প্রাক্ সন্ধ্যায় জমেছে বাজার, জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া

আগরতলা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.)।। ধনের দেবী লক্ষ্মীর আরাধনায় কোনও ত্রুটি হোক, চাইছেন না গৃহকর্তীরা। তাই আজ সন্ধ্যা থেকেই বাজারে কেনাকাটায় ধুম পড়েছে। ব্যবসায়ীদের মুখেও হাসি ফুটেছে। তবে জিনিসপত্রের দামের স্যাঁকায় হাত পুড়ছে মধ্যবিত্তের। তবুও সাধ্যের মধ্যে থেকেই আগামীকাল মা লক্ষ্মীর পূজায় মাতবেন ত্রিপুরাবাসী।

বাজারে গিয়ে ক্রেতাদের ভিড় দেখে মনে হওয়ার কোনও সুযোগ নেই করোনা-র প্রকোপ এখনও শেষ হয়নি। তবে যথেষ্ট সুরক্ষা অবলম্বন করেই ক্রেতারা বাজারে ভিড় করছেন। বিক্রেতাদেরও প্রত্যেককেই মাস্ক ব্যবহার করতে দেখা গেছে। জনৈক ক্রেতা জানিয়েছেন, বাজারে মূর্তির দাম

অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশি। খুবই ছোট আকারের মূর্তি ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সামান্য বড় মূর্তি কিনতে গেলেই ১,০০০ থেকে ১,২০০ টাকা পর্যন্ত দিতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নারী সংক্রান্ত অপরাধ বৃদ্ধির প্রতিবাদে তপশীলি জাতি সমন্বয় কমিটির মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। নারী নির্যাতনের মতো ঘটনা উত্তরপ্রদেশ সহ ত্রিপুরা রাজ্যেও ছাপিয়ে চলেছে। প্রতিদিনই নারী নির্যাতন, খুনের মতো ঘটনা গোটা দেশের সাথে রাজ্য ঘটে চলেছে।

উত্তরপ্রদেশে তরুণী ধর্ষণের পর খুনের ঘটনা ঘটে, রাজ্যে আমতলিতে লোকশিল্পী শ্লীলতাহানির ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশের আইনত কঠোর ব্যবস্থার দাবিতে বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় কমিটি উদ্যোগে এক প্রতিবাদী মিছিল অনুষ্ঠিত হয় শহরে। মিছিলটি মেলার মাঠ

প্যারাডাইস চৌমুহনি সহ বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বর্তমান সরকারের ভূমিকা নিয়ে অভিযোগ তুলে। মিছিলে উপস্থিত ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় কমিটি নেতা রতন ভৌমিক জানান, ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় কমিটি বৃহস্পতিবার বিচার দিবস হিসেবে পালন করছে। উত্তরপ্রদেশের দলিত তরুণী ধর্ষণের পর খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না।

বরং উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার যৌথভাবে ঘটনার রফাদফা করতে চাইছে। এর দ্বারা প্রমাণিত উত্তরপ্রদেশে জঙ্গলে রাজত্ব চলছে। এমনকি তদন্তকারী সিবিআই পর্যন্ত সরকারের পক্ষপাতিত্ব ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনজাতি সম্প্রদায়ের সমাজপতি ও বিশিষ্টজনেদের সঙ্গে বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৯ অক্টোবর (হি. স.)।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ ত্রিপুরার জনজাতি সম্প্রদায়ের সমাজপতি এবং বিশিষ্টজনেদের সঙ্গে বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। রাজ্য অতিথিশালার সভাকক্ষে এ উপলক্ষে রাজ্য সরকার কর্তৃক আয়োজিত হয় শুভ বিজয়া উপলক্ষে এক প্রীতি সম্মিলনি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব শুরুতে উপস্থিত সকলকে শুভ বিজয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন এবং আসন্ন দীপাবলি উৎসবের আগাম শুভকামনা জানান। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের নাম জনজাতি কল্যাণ দপ্তর নামে নামাঙ্কিত করার ঘোষণা দেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনজাতি সমাজের সার্বিক বিকাশে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাদের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমান সরকার

রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের জনজাতিদের উন্নয়নের লক্ষ্যে টিটিএএডিসির নাম তিপ্রা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করার জন্য রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। আশা করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই তার অনুমোদন পাওয়া যাবে। রাজ্যের জনজাতিদের ঐতিহ্যবাহী রিসা কে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরেও মান্যতা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জনজাতিদের প্রতি সম্মান জানিয়ে বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর রিসা সময়ে সময়ে পরিধান করে থাকেন প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিশিষ্টজনেরা। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক অতিথিদেরও রিসা দিয়ে সম্মান জানানো হয়। সমগ্র বিশ্বে রিসা কে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। দীর্ঘ ২৩ বছর পর অবশেষে ত্রিপুরায় আশ্রিত প্রায় ৩৪,০০০ ব্রু শরনার্থীদের স্থায়ী সমাধানের কথাও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাদের পুনর্বাসনের জন্য ৬০০ কোটি টাকা আর্থিক প্যাকেজের ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করে জনজাতিদের জীবনমান উন্নয়নে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে সরকার। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ২৫ ◘ ৩০ অক্টোবর ২০২০ইং ◘ ১৩ কার্ত্তিক ◘ শুক্রবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

এসো গো মা লক্ষ্মী

এসো গো মা লক্ষ্মী, বসো গো মা ঘরে। আজ ধনের আরাধ্য দেবী শ্রী শ্রী লক্ষ্মী পূজা। হিন্দু বাঙালি সমাজে লক্ষ্মী পূজাকে কেন্দ্র করিয়া বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সর্বত্র পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই বছর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে পূজা পার্বণ নিয়া মানুষের মধ্যে তেমন কোনো উৎসাহ উদ্দীপনা না থাকিলেও লক্ষ্মী মায়ের আরাধনা প্রতিটি বাঙালির ঘরে ঘরে আয়োজিত হইতেছে। মা দুর্গা ফিরিয়া গিয়াছেন মহাদেবের কাছে। সুদূর কৈলাসে। কিন্তু মর্তে রাখিয়া গিয়াছেন তাহার এক মেয়েকে। কোজাগরী পূর্ণিমা তিথিতে পুজা নিয়া তবে স্বর্গে ফিরিবেন দেবী লক্ষী। লক্ষী ধন, সম্পত্তি ও সমৃদ্ধির দেবতা। তাহার আরাধনায় সংসার ভরিয়া ওঠে প্রাচুর্যে। তাই ঘরে ঘরে কোজাগরি লক্ষ্মীর আরাধনার ব্রতী হইয়া থাকেন ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা। কিন্তু মা লক্ষ্মী বড়ই চঞ্চলা। তাই তাহকে ঘরে থিতু করা সহজ কথা নয়। দেবীকে সন্তুষ্ট করিতে হয় নিজের ভক্তি-শ্রদ্ধা আর সমর্পণের মাধ্যমে। দেবী লক্ষ্মী শব্দ পছন্দ করেন না। তাই মা লক্ষ্মীর পূজায় কাঁসর ঘন্টা বাজানো হয় না। কিন্তু আধুনিকতার ছোঁয়ায় দেবী লক্ষ্মীর পূজাতেও পটকা বাজির আওয়াজ পরিবেশকে রীতিমতো বিষিয়ে তোলে। দেবী লক্ষ্মী তাতে কিন্তু মোটেও সন্তুষ্ট হন না, বরং রুষ্ট হন। একদিকে ভয়ঙ্কর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ অন্যদিকে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা যখন তলানিতে আশিয়া ঠিকই আছে তখনো দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা নিয়া কাহারো মনে কোন ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব নাই। ধনী গরিব ছোট বড় নির্বিশেষে সকলেই সাধ্যমত দেবী লক্ষ্মীর আরাধনায় মাতিয়া উঠিয়াছেন। শহর থেকে গ্রাম গ্রাম থেকে পাহাড় সর্বত্রই দেবী লক্ষ্মীকে নিয়া উন্মাদনার কোন খামতি নেই। কোজাগরী লক্ষ্মী পূজাকে কেন্দ্র করিয়া রাজ্যের প্রধান প্রধান বাজারহাট সহ সর্বত্রই বাজার হাটে বৃহস্পতিবার হইতেই জন কোলাহল পরিলক্ষিত হইয়াছে।আর্থিক মন্দা দশার বাজারেও লক্ষী পূজাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষ যখন মাতিয়া উঠিয়াছেন তখন বাজারে জিনিসপত্রের দাম রীতিমতো অগ্নিমূল্য।জিনিসপত্রের দাম যতই অগ্নিমূল্য হোক না কেন মানুষ কিন্তু মা লক্ষীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। লক্ষ্মী পূজাকে কেন্দ্র করিয়া বাজার হাট রীতিমতো উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। সাত সকাল হইতে রাত পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতাদের ভিড়ে বাজার রীতিমতো উজ্জীবিত। লক্ষ্মী মায়ের ঘটের কাপড় কিংবা গামছা হইতে শুরু করিয়া ফলমূল শাকসবজিতে মানুষজন বাজারে ভিড় জামাইছেন। বিক্রেতারাও লক্ষ্মী পূজার খদ্দের ধরিবার জন্য রকমারি জিনিসপত্রের যোগান মজুত রাখিয়াছেন।এই বছর শারদীয়া দুর্গোৎসব কেন্দ্র করিয়া মানুষের মধ্যে তেমন কোনো উদ্দীপনা পরিলক্ষিত না হৈলেও কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায় মানুষের উদ্দীপনা লক্ষনীয়। প্রতিটি বাড়িঘরে মা-বোনেরা আলপনা এঁকে এবং বাড়িঘর নতুন সাজে সাজিয়ে তোলে মা লক্ষ্মীর আরাধনার ব্যস্ত।নারিকেল, চিড়া ,মুড়ি, খই ইত্যাদির নাড়ু তৈরি করা থেকে শুরু করিয়া যাবতীয় যোগান বাড়িঘরে তৈরি করিয়াছেন অনেকেই। আবার অনেক গৃহিণীরা বাজারের উপর নির্ভরশীল। আজকাল বাজারেও চিড়া মুড়ি খই নারকেল ইত্যাদির নাড়ুর যোগান রহিয়াছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। অনেকেই বাড়িঘরে ঝুট-ঝামেলা না করিয়া বাজারের উপর নির্ভর করিয়া মা লক্ষ্মীর আরাধনা য় সামিল হইয়াছেন।ধোনের আরাধ্য দেবী দেবী লক্ষ্মীকে সন্তুষ্ট করার জন্য মামুন হইতে শুরু করিয়া পরিবারের কর্তাদেরও চেষ্টার ত্রুটি নাই। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় পুরোহিতের সংখ্যাও অনেকটাই কমিয়া গিয়াছে। অনেকেই পূর্বপুরুষের জজমানি ব্যবসা ছাড়িয়া অন্য পেশায় নিয়োজিত হইয়াছেন। বিশেষ করিয়া লক্ষ্মী পূজার দিন পুরোহিতের দেখা মেলা খুবই কষ্টকর। লক্ষ্মী পূজার দিন পুরোহিত প্রত্যেকের কাছেই যেন চোখের মণি হইয়া উঠেন।আবার অনেকেই লক্ষ্মী পূজার দিন পুরোহিতের দেখা না পাইয়া লক্ষ্মী দেবীর পাঁচালী পরিয়া দেবীর আরাধনা করিয়া থাকেন। কথিত আছে লক্ষ্মী পূজার রাতে চুরি করিলে নাকি পূর্ন্য লাভ হয়। গ্রামে গঞ্জে এখনো সেই রীতি নীতি প্রচলিত রহিয়াছে। যদিও শহর এলাকায় এই ধরনের রীতি নীতি নাই বলিলেই চলে। যাহাই হোক, হিন্দু বাঙ্গালীদের লক্ষ্মী পূজা রীতিমতো উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে।

লক্ষ্মী পূজার আনন্দে উল্লসিত হইয়া একাংশের মানুষজন অত্যধিক শব্দের পটকাবাজি ফাটাইয়া থাকেন। তাহাতে পরিবেশ মারাত্মকভাবে কলুষিত হইয়া থাকে। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কে শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করিতে হইতেছে।এ বিষয়ে দেশের এবং রাজ্যের শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থাকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। আনন্দ-উল্লাসের নামে লক্ষ্মী পূজার রাতে অত্যধিক শব্দের বাজি পটকা ফাটাইয়া পরিবেশকে মারাত্মকভাবে দূষিত করিলে ইহার প্রভাব মানবসমাজের উপরি পড়িবে। লক্ষ্মী পূজার আনন্দে সবাই উল্লসিত হয়ে উঠুক সেটাই প্রত্যাশা।কিন্তু নিজের আনন্দ-উল্লাস পরিবেশের ওপর যাহাতে মারাত্মক আঘাত নামাইয়া না আনে এবং অপরের বিপদ ডাকিয়া না আনে সেই দিকে সকলকে নজর রাখিতে হইবে।

ছাত্রছাত্রীদের কোনও নথি ভুয়ো প্রমাণিত হলে তাদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হবে: সাফ জানালো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা,২৯ অক্টোবর (হি স): নভেম্বর মাসের ২ তারিখ থেকে অনলাইনে শুরু হবে স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তির প্রক্রিয়া জানালো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তবে, স্নাতকে ভরতি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের কোনও নথি ভুয়ো প্রমাণিত হলে তাদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হবে বৃহস্পতিবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়ে দেওয়া হল।

নভেম্বর মাসের ২ তারিখ অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে। এরই মাঝে এদিন বিজ্ঞপ্তি জারি করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তরফে জানানো হয়েছে,স্নাতকে ভরতি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের কোনও নথি ভুয়ো প্রমাণিত হলে তাদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একবার রেজিস্ট্রেশন পেয়ে গেলে, তা বাতিল করা মুশকিল। তাই জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

। করোনা আবহে চলতি বছর অনলাইনে পরীক্ষা হয়েছে চূড়ান্ত বর্ষের। ফল প্রকাশের পর দেখা গেছে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এই বছরে উত্তীর্ণ হওয়ার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি হতে গেলে বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হয়। তবে চলতি বছরে করোনা পরিস্থিতির মধ্যে কিভাবে সে পরীক্ষা নেওয়া হবে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র নিজস্ব ছাত্র-ছাত্রীদের নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি করে নেওয়া সম্ভব হলেও বাইরের ছাত্র-ছাত্রীদের নম্বরের ভিত্তিতে এতদিন ভর্তি নেওয়া হয়নি। তাই তাদের কিভাবে নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি নেওয়া যায় তা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে অধ্যাপকদের মধ্যে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরের ৬৮টি বিভাগের ফল প্রকাশিত হয়েছে বুধবার। যে ২১টি কলেজে স্নাতকোত্তর পড়ানো হয়, সেগুলির অধিকাংশেই ঢালাও নম্বর দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

বিপ্লবী-সন্ন্যাসী, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উৎসর্গীকৃত জীবন

আনন্দ মুখোপাধ্যায়

নিজের জীবদ্দশাতেই তিনি একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন। কখনো জাতিবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে, কখনো সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আন্দোলন কখনো দাসপ্রথা ও শিশুশ্রমিক প্রথা অবসানের দাবিতে 'সতী' বিরোধী আন্দোলনে, দলিতদের মন্দিরে প্রবেশাধিকারের দাবিতে, কখনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার মাধ্যমে সমস্ত সামাজিক আন্দোলনের পুরোভাগে দেখা গিয়েছে তাঁকে। অগ্নিবর্ণময় পোশাক ও পাগড়ি পরিহিত এই বিপ্লবী সন্ন্যাসী আজীবন সামাজিক গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও কুপ্রথাগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করে গিয়েছেন। সাম্প্রদায়িকতামুক্ত, শোষণহীন গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শে উঁদ্বুদ্ধ ভারতবর্ষ নির্মাণে এবং সামাজিক ন্যায় ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিবেদিতপ্রাণ সন্ন্যাসী ভেপা শ্যাম রাও ওরফে স্বামী অগ্নিবেশ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন সম্প্রতি।

একদা কলকাতার সেস্ট জেভিয়ার্স কলেজে শিক্ষকতা ও ওকালতি করার সুবাদে এই রাজ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল সমাজভুক্ত উদার মুক্তমনা, প্রগতিশীল মূল্যবোধযুক্ত এই সন্ন্যাসীর। পরিবেশ আন্দোলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন জনমুখী দাবিদাওয়া ও আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন তাঁর আসল কৃতিত্ব হল দাসপ্রথা ও শিশুশ্রমিক প্রথা অবসানের লক্ষ্যে আজীবন লড়াই চালিয়ে যাওয়া। এই মর্মে প্রতিষ্ঠা করেন বঁধুয়া মুক্তি মোর্চা নামক সংগঠন, যেটি ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী ৩২ জন শিশুকে অপহরণ করে তাদের জোর করে দাসত্ব করতে বাধ্য করার বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালে সুপ্রিম কোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করে। এই ঘটনা একদিকে যেমন দেশজুড়ে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে, অপরদিকে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে স্পষ্টতই জানায় যে জীবনের অধিকার এর মতো মৌলিক অধিকারের মধ্যে কোনো নাগরিকের সন্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকারটিও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। সেক্ষেত্রে দাস শ্রমিকদেরও সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকর অধিকারটিকে মান্যতা দেয় সর্বোচ্চ আদালত। এভাবে

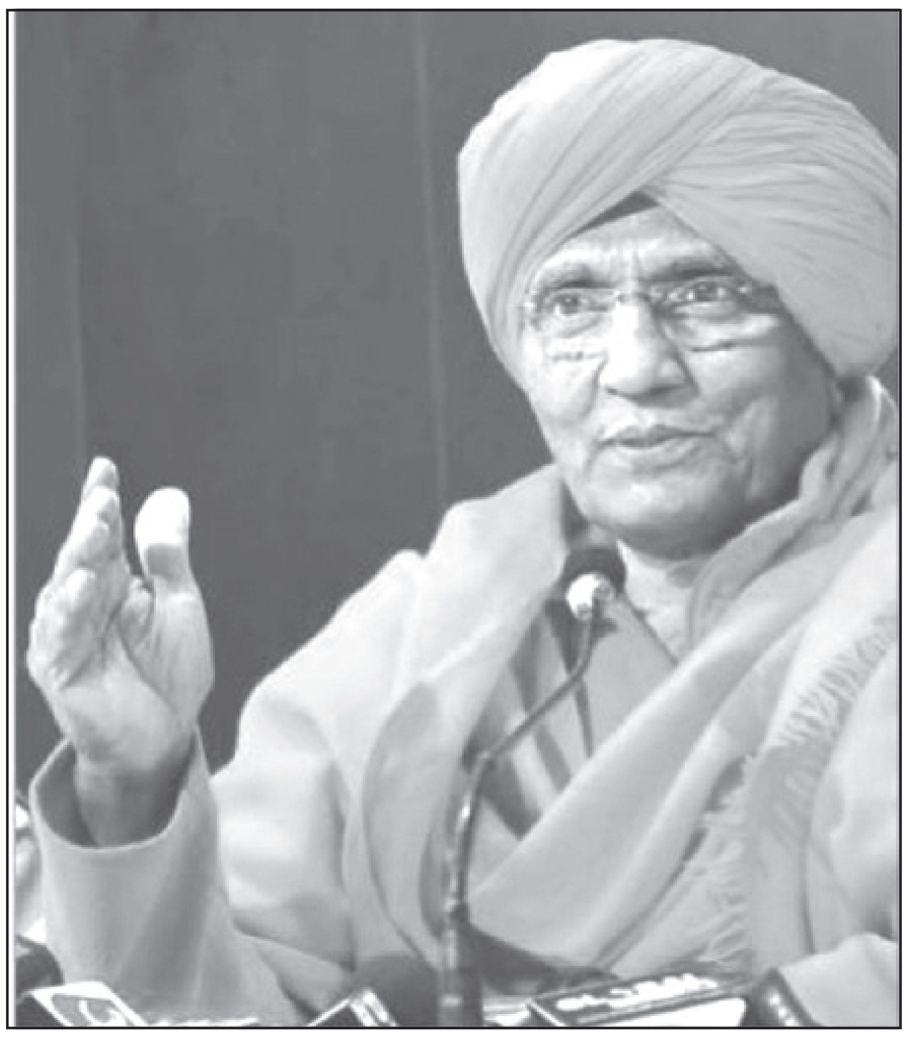

নিরন্তর আন্দোলন ও জনচেতনা বাড়ানোর ফলস্বরূপ ১৯৮৬ সালে শিশুশ্রমিক (নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইনটি পাশ হয়ে যায় যা স্বাধীন ভারতবর্ষে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে শিশুশ্রমিক প্রথার বিলোপসাধনের উদ্দেশ্যে ৬০টি এনজিওকে একত্রিত করে ১৯৮৯ সালে গড়ে ওঠে সাউথ এশিয়ান কোয়ালিশন অন চাইল্ড সার্ভিটুড নামক সংগঠন। এই উদ্যোগের পিছনেও অন্যতম প্রধান কাণ্ডারী ছিলেন স্বামী অগ্নিবেশ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ভারত -পাকিস্তান সহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সমাজকর্মীদের মধ্যে শিশুশ্রমিক প্রথার নিরসন নিয়ে মূলত দুটি ভাবনা কাজ করছিল। এই সমস্যা নিয়ে কাজ করা অধিকার রক্ষা কর্মীদের একাংশ মনে করেন, শিশু শ্রমিক প্রথা সম্পূর্ণরূপেই বাতিলবলে ঘোষিত হওয়া উচিত। আবার অপর যে যুক্তিটি এই প্রসঙ্গে উঠে আসে সেটি হল এই প্রথাটিকে বিশেষ করে ভারত-পাকিস্তানের মতো দরিদ্র দেশে, বাতিল করার বদলে আইনানুন করে দেওয়া প্রয়োজন। এর ফলে শিশু শ্রমিকদের কাজের সময় বেতন। স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রভৃতি বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। কিন্তু দেশে -বিদেশে বিভিন্ন আলোচনাসভায় স্বামী অগ্নিবেশ বলিষ্ঠ কণ্ঠে দাবি করেন, শিশুশ্রমিক প্রথার সম্পূর্ণরূপে অবসানের লক্ষ্যেই আমাদের কাজ করে যেতে হবে। কারণ পাঁচ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ শিশুকে এই দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে না পারলে এই বিশাল সংখ্যক শিশুদের সারাজীবন নিরক্ষর হযেই থাকতে হবে, যার সম্পূর্ণ দায় আমাদের ওপরেই বর্তাবে। যে দেশে দারিদ্র্যতারে ফলে বাবা-মায়েরাই নিজের সন্তানকে জোর করে রোজগার করতে বাধ্য করে এবং সরকারও সমাজ দারিদ্র্যর দোহাই দিয়ে এই কুপ্রথাকে স্বীকার করতে দ্বিদাবোধ করে না, সেখানেই এই প্রথার অবসানের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা করা ছাড়া সমাজকর্মীদের সামনে কোনো বিকল্প রাস্তা থাকতেই পারে না বলে অগ্নিবেশ মনে করতেন।

শুধু কি তাই, ১৯৮৭ সালে রাজস্থানে রূপ কানোয়ার সতী হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যখন এই উপমহাদেশ উত্তাল, ধর্মের ধ্বজাধারীরা এই ঘটনাকে মহিমান্বিত করতে রূপ কানোয়ারের আত্মহননের স্থানে সৌধ নির্মাণে ব্যস্ত, পুরীর শঙ্করাচার্যের বিতর্কিত মন্তব্যে প্রতিবাদের ঝড়, তখন আর্যসমাজের নেতা স্বামী অগ্নিবেশ দিল্লি থেকে রাজস্থানের দেওরালা (সতীর ঘটনাস্থল) পৌঁছলেন ১৯ দিন ব্যাপী পদযাত্রা করে। তিনি প্রকাশ্যে পুরীর শঙ্কারাচার্যকে এ বিষয়ে তর্কযুদ্ধে আহ্বান জানান এবং সতীপ্রথার মতো নিষ্ঠুর শতাব্দীপ্রাচীন পরিতাজ্য হিন্দু সংস্কারকে জনগণের মন থেকে সমুলে উৎপাটন করার লক্ষ্যে আপ্রাণ প্রচার চালান। ১৯৮৮ সালে রাজস্থানের নাথদ্বারে দলিত, হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার না থাকার বিরুদ্ধে স্বামী অগ্নিবেশ তীব্র প্রতিবাদ করেন ও দলিতদের নিয়ে বিশাল পদযাত্রা শুরু করেন। পুরীর মন্দিরে অহিন্দুদের প্রবেশাধিকার দেওয়ার পক্ষেও সওয়াল করেছিলেন তিনি। এভাবে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার থেকে স্বামী অগ্নিবেশ হিন্দুধর্মের প্রকৃত স্বরূপকে মানুষের সামনে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বাবনাকেও আরো বলিষ্ঠ করতে তৎপর হয়েছেন। ১৯৯৯ সালে বিশ্ব ধর্মসভা আয়োজিত তৃতীয় সংসদে বক্তৃতাকালীন অগ্নিবেশ বলেন, ধর্মীয় মৌলবাদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সে কারণেই সম্ভব হচ্ছে, যেহেতু আমরা সামাজিক ন্যায়ের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা বুলে যাচ্ছি।

আবার ২০০০ সালের আগস্টে নিউইয়র্কে আয়োজিত ইউনাইটেড নেশনস মিলোনিয়াম পিস কনফারেন্স'-এ বক্তৃতাকালে তিনি বলেন, আমরা এখানো মানবাধিকার,নারী ও শিশুদের অধিকার পরিবেশ সমস্যা জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা ধর্মীয় স্বাধীনতার মতো মৌলিক বিষয়গুলিতে একমত হতে পারি না। ঈশ্বর অনুপ্রেরিত তথাকথিচ ধর্মগ্রন্থগুলির উল্লেখ না করে। যদিও ও বিষয়ে সবচেয়ে ক্ষমতাবান সংগঠন ভ্যাটিকান কিন্তু মানবাধিকারের ঘোষণাপেত্রে মোটেই স্বাক্ষর করেনি। সত্যবাদিতা ও ঈশ্বরের সবচেয়ে নিগৃহীত, শোষিত সন্তানদের পাশে দাঁড়ানোর বদলে ঈশ্বর সম্পর্কে কিছু ভাল বক্তৃতা করা ও বিভিন্ন মন্ত্রে ক্ষমতা জাহির করা অনেক সহজতর নয় কি?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এবারের পদার্থবিদ্যায় নোবেল ও প্রফেসর অমলকুমার রায়চৌধুরি

অনুভব বেরা

২০২০ফিজিক্সে নোবেল পুরস্কার নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গণিতবিদ রজার পেনরোজ অঙ্ক কষে, তত্ত্ব দিয়ে জানিয়েছিলেন আইস্টানের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণত হল কৃষগহ্বর। গেনজেল ও আড্রিয়া ঘেজ টেলিস্কোপের পর্যবেক্ষণ করে দিয়েছেন আমাদের গ্যালাক্সি 'মিল্কিওয়ের' কেন্দ্রে রয়েছে অতিকায় কৃষ্ণগহ্বর। এই পুরস্কারে তত্ত্বও পর্যবেক্ষণের এক অতি উৎকৃষ্ঠ সমন্বয় সুচিত হয়েছে নোবেল কমিটির বিচারে এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই আমরা ভারতীয়রা তথা বাহালিদের কাছে তাৎপর্য এই কারণে পেনরোজের তত্ত্বের একটা অংশ দাড়িয়ে আছে কলকাতার একটি বাঙালি বিজ্ঞানীর তত্ত্বের উপর রায়চৌধুরি ইকোয়েন যার নাম। যার প্রণেতা প্রফেসর ড. অমলকুমার রায়চৌধুরি। পেনরোজের নোবেল প্রাপ্তিতে অবধারিত ভাবে উঠে এসেছে সেই অমলকুমার রায়চৌধুরির নাম। সুতরাং এবারের ফিজিক্সে নোবেল পুরস্কার আলোচনা কতে হলে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব তথা কৃষ্ণগহ্বর, সিঙ্গুলারিটি ত্তুরায়চৌধুরি ইকোয়েন ইত্যাদি একটু আলোচনা করা দরকার।

১৯১৫ সালে আইস্টাইন তার সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে বলেছেন, বিশ্বজগতের সবটাই মহাকর্ষ বলের হাতে বন্দি। ওই বল পকতি মুহূর্তে বিশ্বচরাচরের আকারকে বদলে দিচ্ছে। ওই বল ঠিক করে দেয় আমাদের ছায়াপথ মিল্কিওয়ে কোন কক্ষপথ দরে সৌরজগতের গ্রহরা প্রদক্ষিণ করবে। ওই বলের জন্য জগতের সবকিছু সুসাম্য অবস্থা বজায় থাকে না, আন্তনক্ষত্র মেঘমণ্ডলী থেকে জন্ম নেয় নতুন তারা। আবার সেই বলের জন্যই মৃত্যু হয় তারাদের। বড় তারার মৃত্যুতে তৈরি হয় কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাকহোল। কৃষ্ণগহ্বর এমন একটি বস্তু যার মহাকর্ষ বল হতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে

বলা যায়, যদি খুব ছোট জায়গায় অনেক ভর ঘনবিশিষ্ট হয়ে যায় যেমন গোটা পৃথিবীটা যদি সঙ্কুচিত হয়ে একটা সর্ষে দানার সমান হয়ে যায় এবং তার ভর একই থাকে, তাহলে সেখানে মহাকর্ষ ওই করম বেশি হতে পারে। আইনস্টাইন দেখিয়েছেন কোন ভারী মহাজাগতিক বস্তুর মহাকর্ষীয় টান মহাকালের স্থানও সময়কেত (স্পেস, টাইম) বাঁকিয়ে চুরিয়ে দিতে পারে। মহাকর্ষ যত বাড়ে সেই অমোঘ টানের জেরে অত্যন্ত ভারী তার আশপাশের সব বস্তু ঢুকে পড়ে ওই বিশাল ভরের বস্তুর মধ্যে। আর সেই খিদের জেরে কোনও বস্তু এই আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারে না। এমনকি আলোর ফোটন কনাও বেরোতে পারে না। আলো, সময় সবকিছুই এই ব্ল্যাকহোলের নিয়ে। ১৯১৬ সালে সোয়ারজসটাইন্ড দেখালেন যে কৃষ্ণগহ্বর হল আইনস্টাই সমীকরণের একটি সমাধান। তার তত্ত্বে তিনি বললেন, বিশেষ অবস্থায় স্থানকাল অদ্বৈত বিন্দু তৈরি হতে পারে। যে কেন্দ্রীয় ভরটিতে এই অদ্বৈত বিন্দু তৈরি হবে তার চারপাশে নির্দিষ্ট দূরত্বে একটি গোলীয় তল থাকবে, যার ভিতর পদার্থ ও আলো ঢুকতে পারবে কিন্তু বেরোতে পারবে না এই তলকে বলা হল ইভেন্ট হরাইজন বা ঘটনা দিগন্ত। এবার এখানে একটা কথা উঠে এলো সিঙ্গুলারিটির অস্তিত্ব। সিঙ্গুলারিটি বা অদ্বৈত হিন্দু এমন একটা অসীম জায়গা যার ঘনত্ব অসীম। সেই জায়গা সেখানে সবকিছুই সৃষ্টি এবং তার শেষ। এই অদ্বৈত বা সিঙ্গুলারিটি নিয়ে কাদ করেছেন আমাদের আমলকুমার রায়চৌধুরি। তিনি স্থান কালের (স্পেস টাইম) মুক্তকনা ও আলোর গতিবেগ কী হওয়া উচিত তার গাণিতিক হিসাব করেন। সেই হিসেব থেকে একটা সমীকরণের মাধ্যমে তিনি দেখান যে স্থানকাল যদি আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ মেনে চলে, তাহলে ওই গতিপথগুলি পরস্পরের দিকে সরে যাবে এবং একটি বিন্দুতে মিলিত হতে পারে। এর থেকে পরোক্ষভাবে দেখানো সম্ভব সে স্থানকালের অদ্বৈত বিন্দু থাকা সম্ভব। ওই সমীকরণ রায়চৌধুরি ইকোয়েশন নামে পরিচিত এবং বর্তমান কালে সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বিষয়ের যে কোন বইয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গোলীয় প্রতিসাম্যের শর্ত না নিয়েও যে স্থানকালে অদ্বৈত বিন্দুর অস্তিত্ব গাণিতিক রূপে দেখানো সম্ভব এটাই ছিল তাঁর কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে যত গবেষণা হয়েছে তার মধ্যে আমলবাবুর এই কাজ অগ্রগণ্য। তার এই সূত্র ধরে স্টিফেন হকিংয়ের রজার পেনরোজ এই তত্ত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায় যেটি পোনরোজ হকিং সিঙ্গুলারিটি থিয়োরাম নামে পরিচিত। যার সমীকরণ নিয়ে এত হইচই এবার তাঁর কথায় অর্থাৎ অমলকুমার রায়চৌধুরির জীবন একটু বলতে হয়। ১৯২৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর রবিশালে অমলবাবুর জন্ম। ১০-১১ বছর বয়সেই তিনি কলকাতায় চলে আসেন। পড়াশোনা করেন তীর্থপতি, হিন্দু স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৪৪ সালে এমএসসি পাশ করেন। ১৯৪৯ সালে আশুতোষ কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক রূপেযোগ দেন। এই সময় থেকে তাঁর বিভিন্ন গবেষণাপত্র বিদেশের বিজ্ঞান জার্নালে প্রকাশিত হতে শুরু করে। ১৯৫২ তিনি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কার্লটিভেশন অব সায়েন্সের (আইএসি) রিসার্চ অফিসার হিসেবে যোগ দেন। সেই সময় পদার্থবিদ সত্যেন বোস ও মেঘনাদ সাহার বেশ নামডাক। তাঁদের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাবনায় গবেষণার কাজ চালিয়ে যান আমলবাবু। আইএসিএস থেকে বিদায় নিয়ে অমলবাবু যোগ দেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। প্রায় তিরিশ বছর সুনামের সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। শান্ত, সৌম্য, স্থিতধী ছাত্রবৎসল মানুষটির পোশাকআশাক কোনও জাঁক ছিল না। সাধারণত ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেন। থাকতেন বালিগঞ্জে। সে যাই হোক, আইএসিএস থাকাকালীন ফিজিক্যাল রিভিউ বিজ্ঞান জার্নালে রিলের্টিভিস্টিক কসমোলজি ওয়ান শীর্ষক গবেষণাপত্র বের হয়। তাতেই রায়চৌধুরি ইকোয়েশন উল্লেখ ছিল। পরবর্তীকালে এই সমীকরণ আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা গবেষণা ও গুরুত্বপূর্ণ বূমিকা নেয়। খুব সোজা কথায় বলতে গেলে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সঙ্গে রজার পেনরোজ এবং স্টিফেন হকিংয়ের বাবনার যোগসূত্র ঘটিয়েছে এই সমীকরণ, যা আগে আলোচনা হয়েছে। অবিশ্বাস্য, অসাধারণ কাজ করেছেন এই বাঙালি অধ্যাপক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বিদেশ বিদেশে যখন অমলবাবু কিছু গবেষণাপত্র রীতিমতো আলোচিত তখন ও দেশে সেভাবে কেউ তাঁকে চিনত না। পেনরোজের কৃষ্ণগহ্বর তৈরি সংক্রান্ত গবেষণা কাজের নোবেল প্রাপ্তির পর এখন অনেকের মুখে রায়চৌধুরির অবদানের কথা শোনা যাচ্ছে। পেনরোজ অমলবাবুকে জানতেন সেই সুদূর অক্সোফোর্ড বসে। ৮২/৮৩-তে পেনরোজ যখন কলকায় আসেন, তখন অমলবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। কলকাতায় মাঝে মাঝে আসেন পেনরোজ। আগামী মার্চে কলকাতায় আসার কথা আছে এই নোবেল জয়ীর। এলে কৃষ্ণগহ্বর রহস্য নিয়ে আরও জানা যাবে।

(সৌজন্যে- দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

এসো গো মা লক্ষ্মী, বসো গো মা ঘরে

কোভিড : মেঘালয়ে যানবাহন প্রবেশে বাধা, ক্ষুব্ধ অসমের যান চালক-মালিককুলের জাতীয় সড়ক অবরোধ

গুয়াহাটি / গোয়ালপাড়া (অসম), ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : অতিমারি করোনার সংক্রমণ ঠেকানোর নামে অসমের পার্শবর্তী রাজ্য মেঘালয়ে যানবাহন সমেত যাত্রীর প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তবে মেঘালয় থেকে অসমে যানবাহনের প্রবেশে নেই কোনও বাধা। আনলক-০৫ প্রক্রিয়া চলার সময়ও মেঘালয় সরকার তথা ওই রাজ্যের প্রশাসন তাদের রাজ্যে অসম থেকে কোনও যানবাহন প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। ফলে অসমের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি যানবাহন মালিকরা প্রচুর লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

এ নিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে মহানগরের খানাপাড়ায় অল ইন্ডিয়া মটর শ্রমিক কল্যাণ সমিতি-র সদস্যরা প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন। তাঁরা মেঘালয়গামী জাতীয় সড়কও অবরোধ করেছেন। এদিকে বিষয়টি নিয়ে গত এক মাসে ছাত্র সংগঠন আসু-র গোয়ালপাড়া জেলা সমিতি সমেত কথিত ৪০টি সংগঠন বহু প্রতিবাদ জানিয়েছে। গোয়ালপাড়া জেলা আসু-র নেতৃত্বে কৃষ্ণাই মটর শ্রমিক, দুধনৈ ট্যাক্সি সংস্থা, গোয়ালপাড়া জেলা আমসু সমেত ৪০টি সংগঠন মেঘালয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। সংগঠনের সদস্যরা অনির্দিষ্টকালীন অর্থনৈতিক অবরোধের ডাক দিয়েছিলেন। তবে তা সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করেছেন তাঁরা। বিষয়টি নিয়ে মেঘালয়ের উত্তর গারোপাহাড়ের জেলাশাসক অসমের গোয়ালপাড়ার জেলা প্রশাসনকে এ ব্যাপারে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। ওই চিঠির ভিত্তিতে গোয়ালপাড়া জেলা প্রশাসনের কাছে আশ্বাস পেয়ে সংগঠনগুলো সাময়িকভাবে অনির্দিষ্টকালীন অর্থনৈতিক অবরোধ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তাঁদের অভিযোগ, কোভিড পরীক্ষার নামে মেঘালয় প্রশাসন ওই রাজ্যে প্রবেশ করতে যাওয়া যাত্রীদের কাছ থেকে ৫০০ টাকা থেকে শুরু করে ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত অর্থ দাবি করছে। দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পরও এখন পর্যন্ত কোনও সমাধানসূত্র বের হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন অল ইন্ডিয়া ট্রান্সপোর্ট ফেডারেশনের সদস্যরা। ক্ষুব্ধ মোটর শ্রমিকরা খানাপাড়ায় একটি কোভিড কেয়ার সেন্টার স্থাপন করার দাবি জানিয়েছেন।

সংক্রমণ এড়াতে জীবাণুমুক্ত বেনিয়াপুকুর থানা

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি স): যত সময় বাড়ছে ততই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা কাঁটায় একপ্রকার দিশেহারা শহরবাসী। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ক্রমাগত করোনা আক্রান্ত হচ্ছে পুলিশ কর্মীরাও। আর তাই সংক্রমণ এড়াতে বৃহস্পতিবার জীবাণুমুক্ত বেনিয়াপুকুর থানা।

করোনা কাঁটায় নাজেহাল শহরবাসী। তবে করোনাকে ভয় পেয়ে পিছিয়ে না গিয়ে জনগনের সেবায় রত কলকাতা পুলিশ। অন্যদিকে শহরবাসী বর্তমানে মেতেছে পুজোর আনন্দে। কিন্তু কোথাও যেন এই বছর পুজোর আনন্দেও পরেছে ভাঁটা। চোখে দেখা না গেলেও করোনা কতটা ভয়ঙ্কর তা এতদিনে বুঝে গেছে শহরবাসী। শহরবাসীকে করোনা সংক্রমনের হাত থেকে বাঁচাতে ক্রমাগত মাইকিং মাস্ক বিলি করে চলেছে কলকাতা পুলিশ। কিন্তু ইতিমধ্যেই করোনা হানা দিয়েছে বিভিন্ন থানায়। আক্রান্ত হয়েছেন বহু পুলিশকর্মী। আর তাই সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে এদিন জীবাণুমুক্ত করা হলো বেনিয়াপুকুর থানা।

কোনও দোষ করছি দার্জিলিং যাব বলে, প্রশ্ন ধনকরের

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : তাঁর প্রস্তাবিত দার্জিলিং সফরে প্রশ্ন তোলায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন পলিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। বৃহস্পতিবার তিনি সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'আমি কি কোনও দোষ করছি দার্জিলিং যাব বলে?'

আগামী সোমবার এক মাসের জন্য দার্জিলিং যাবেন রাজ্যপাল। সরকারিভাবে তা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। দার্জিলিংয়ে একমাস গিয়ে থাকার ব্যাপারে কেউ কেউ বিস্ময় প্রকাশ করছেন।

এদিন এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'আমি কি কোনও দোষ করছি দার্জিলিং যাব বলে? এর আগেও অন্যান্য রাজ্যপাল গিয়েছিলেন। আমি নিজেই তিনবার গিয়েছি সেখানে। উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। আমি যে কটা দিন সেখানে থাকব, সেখানকার মানুষের সমস্যার কথা, সংস্কৃতির কথা জানার চেষ্টা করব।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে আজ রাজ্যপাল বৈঠক করেন। পরে তিনি টুইটে জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়িতে এক ঘন্টার ওপর আলোচনা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থা নিয়ে কথা হয়েছে বিশদ।"

রাজ্যে পুলিশ—প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যপাল অভিযোগ করে জানান, ""আল কায়দা পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের ঘাঁটি গাড়ছে। ইতিমধ্যে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একের পর এক বেআইনি বোমা তৈরির কারখানার হদিশ মিলেছে। যে কোনও ঘটনায় বোমাবাজি হচ্ছে এই রাজ্যে। অ্যাম্বুল্যান্সে করে বোমা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।"" তাঁর প্রশ্ন, ""রাজনৈতিক আদেশ পালন করতেই কি রয়েছে পুলিশ? শুধু পুলিশের মাধ্যমে রাজ্যে শাসন চালাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।'

হাথরস কাণ্ডে দোষীদের শীঘ্র শাস্তির দাবিতে সরব অসমের মহিলা সংগঠন

গুয়াহাটি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের হাথরসে দলিত কন্যা মনীষা বাল্মিকীর দলবদ্ধ ধর্ষণ ও হত্যার এক মাসেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত দোষীরা শাস্তি পায়নি। দেশের বিভিন্ন জায়গায় কত নারী নির্যাতিত হচ্ছে তার কোনও হিসাব নেই। নারীর প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশজোড়া বিভিন্ন নারী সংগঠনগুলোর ডাকে সাড়া দিয়েছে অসমের বিভিন্ন নারী সংগঠনও।

বৃহস্পতিবার মহানগরের গুয়াহাটি ক্লাব এলাকার বেজবরুয়া চকে নারীর প্রতি সংগঠিত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে এবং বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে সরব হয়েছে অসমের চারটি মহিলা সংগঠন 'অসম মহিলা সংঘ', 'নর্থইস্ট নেটওয়ার্ক', 'সারা অসম প্রগতিশীল নারী সংস্থা' এবং 'নিখিল ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি'।

ছয়ের পাতায়

দিল্লির সোনা পাচার মামলা : গুয়াহাটির চার স্থানে তালাশি 'এনআইএ'র

গুয়াহাটি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : নয়াদিল্লিতে অবৈধ সোনা পাচার সংক্রান্ত এক মামলার ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ বা নিয়া-র আধিকারিকরা গুয়াহাটির চার স্থানে তালাশি অভিযান চালিয়েছেন। প্রসঙ্গত, মহারাষ্টের সাংলি এলাকায়ও আজ অভিযান চালিয়েছে নিয়া।

বিশেষ এক সূত্রের খবর, গুয়াহাটির চার স্থানে সংগঠিত তালাশি অভিযানে বেশ কিছু আপত্তিজনক নথিপত্র উদ্ধার করেছেন নিয়া-র অভিযানকারীরা। এছাড়া বেশ কিছু ইলেকট্রনিক সরঞ্জামও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সূত্রটি জানিয়েছে, যে সকল স্থানে তালাশি চালানো হয়ছে সেই সব স্থানের ব্যক্তিদের নেপাল, মায়ানমার ইত্যাদি দেশের সঙ্গে সোনার চোরাই ব্যবসার সম্পর্ক রয়েছে বলে তথ্য অভিযানকারীরা উদ্ধার করেছেন।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে নয়াদিল্লি রেল স্টেশনে ৮৩.৬২১ কিলোগ্রাম সোনা পাচারের পথে উদ্ধার করা হয়েছিল। উদ্ধারকৃত সোনাগুলির দাম প্রায় ৪২.৮৯ কোটি টাকা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সোনাগুলি উদ্ধারের পর জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা নিয়া আরসি-৩২/২০২০/এনআইএ/ডিএলআই নম্বরে এক মামলা রুজু করেছিল। সোনা পাচারের অভিযোগে আটজনকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে। সোনাগুলি মায়ানমার, ভুটান এবং নেপাল থেকে সংগ্রহ করে গুয়াহাটি হয়ে নয়াদিল্লি পর্যন্ত নেওয়া হয়ছিল বলে সূত্রটি জানিয়েছে।

১১ হাজার কোল্ড ওয়ার কিট ভারতকে দিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি. স.): পূর্ব লাদাখে চিন লাগোয়া সীমান্তে হিমালয়ের১৫ হাজার ফুট উচ্চতায় প্রহরারত ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানদের জন্য ১১ হাজার কোল্ড ওয়ার কিট পাঠিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ২০১৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে করা লজিস্টিক এক্সচেঞ্জ মেমোরেন্ডাম চুক্তির ওপর ভিত্তি করে এই কোল্ড ওয়ার কিট পেল ভারত। চিনের সঙ্গে সাতবার কোর কমান্ডার পর্যায়ে বৈঠক হওয়া সত্বেও বরফ এখনো গলেনি। ফলে পূর্ব লাদাখে সীমান্তবর্তী এলাকায় তীব্র শীতকালেও সেনা সমাবেশ জারি রাখতে চায় ভারত। সেই লক্ষ্যে সেনাবাহিনী প্রস্তুতিও চরম পর্যায়ে উঠেছে। তীব্র শীতের হাত থেকে সেনা জওয়ানদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সেপ্টেম্বরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে কোল্ড ওয়ার কিট চেয়েছিল ভারত। সেই মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ১১ হাজার কোল্ড ওয়ার কিট ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে। চলতি বছরের মে মাস থেকে পূর্ব লাদাখ সীমান্তে চিনের সঙ্গে তৈরি হওয়া উত্তেজনা প্রশমনে ভারতের প্রায় ৫০ হাজার সেনা জওয়ান সেখানে মোতায়েন রয়েছে। মাইনাস ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে যাতে সেনারা সচল থাকতে পারে তার জন্যই এই অত্যাধুনিক যুদ্ধসরঞ্জাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কিনেছে ভারত।

রাহুলের নিন্দায় সরব জগত প্রকাশ

নয়াদিল্লী, ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। কংগ্রেসের রাজপুত্রর ভারতের কোন জিনিসের প্রতি আস্থা নেই। দেশের সেনা, প্রশাসন এবং জনগণের উপর আস্থা হারিয়েছে যুবরাজ বলে দাবি করেছেন জগত প্রকাশ। বৃহস্পতিবার নিজের টুইটারে এক ভিডিও বার্তায় জগত প্রকাশ জানিয়েছেন, কংগ্রেসের যুবরাজের ভারতের কোন জিনিসের প্রতি আস্থা নেই। জনগণ প্রশাসন এবং সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা হারিয়েছে যুবরাজ। তার নির্ভরযোগ্য দেশের নাম হচ্ছে পাকিস্তান। আশা প্রকাশ করব এখন তার চোখ খুলে যাবে। পাকিস্তান এখন বলছে যে ভারতের হামলার ভয়ে অভিনন্দন বর্তমানকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে ইসলামাবাদ। কংগ্রেস ভারতের সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে তোলার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। কংগ্রেস কখনো সেনাবাহিনীকে নিয়ে রসিকতা করছেন তো কখনো সেনা জওয়ানদের বীরত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। ভারতের সামরিক বাহিনী যাতে রাফাল হাতের না পায় তার সমস্ত চেষ্টা করে গিয়েছে কংগ্রেস।

ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো রোধে কমিশন গঠন কেন্দ্রের

নয়াদিল্লী, ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : প্রতিবছর পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশের একাংশে ফসলের অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে দেওয়ার কারণে বিপুল পরিমাণে বায়ু দূষণে জেরবার অবস্থা হয় দিল্লি এবং তৎসংলগ্ন এলাকার। এই দূষণ রোধে কেন্দ্রীয় সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা জানতে চায় দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিমকোর্ট। বৃহস্পতিবার আদালতকে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে যে ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো রোধ করার লক্ষ্যে কমিশন গঠন করা হবে। এর জন্য ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৬ নভেম্বর।

এদিন শুনানি চলাকালীন পিটিশন দায়ের করা আইনজীবী বিকাশ সিং আদালতকে জানিয়েছেন যে ৬ নভেম্বর আসতে আসতে পরিস্থিতি আরও সংকটজনক হয়ে উঠবে। এর উত্তরে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা জানিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করে চলেছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো রোধ করার লক্ষ্যে যে কমিশন গঠন করবে কেন্দ্র তার মাথায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের কোন প্রাক্তন বা বর্তমান সচিব বা রাজ্য সরকারগুলির মন্ত্রকের কোন প্রাক্তন ও বর্তমান সচিবকে বসানো হবে। কেন্দ্রের তৈরি এই কমিশনের দিল্লি, রাজস্থান, পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ সরকারের আধিকারিকরাও থাকবে। দিল্লি ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বায়ু দূষণের উপর নজর রাখবে এই কমিশন।

কৃষক আন্দোলনের জেরে স্তব্ধ রেল পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার রেলের তরফে জানানো হয়েছে কৃষক আন্দোলনের জেরে পঞ্জাবের রেল পরিষেবা এখনো স্বাভাবিক হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন তিনটি কৃষি আইনের বিপক্ষে ক্রমাগত আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে পঞ্জাবের কৃষকেরা। রেললাইনের ওপর অবস্থান বিক্ষোভ করে কার্যত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে পঞ্জাবের রেল পরিষেবা। এই প্রসঙ্গে উত্তর রেলওয়ে মুখপাত্র দীপক কুমার জানিয়েছেন, কোনও ট্রেনকে পুরোপুরি ভাবে সচল করা যায়নি। পঞ্জাবের কয়েকটি সংবাদপত্র দাবি করেছে যে রেল পরিষেবা পুনরায় বহাল রয়েছে রাজ্যে। কিন্তু এই খবরটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর। শুধু মাত্র একদিনের জন্য মালগাড়ি পরিষেবাকে সচল করা হয়েছিল।

উল্লেখ করা যেতে পারে পঞ্জাবের একাধিক কৃষক সংগঠনের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসা হয়েছিল। কিন্তু সেই বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন খোদ কৃষিমন্ত্রী স্বয়ং। ফলে পরিস্থিতির সমাধান এখনো হয়নি।

মিজো আগ্রাসনে বিদেশি মদত, দক্ষিণ অসমের মিজোরাম সীমান্ত সুরক্ষায় সেনা মোতায়েনের দাবি 'আমরা বাঙ্গালী'র

শিলচর (অসম), ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : বরাক উপত্যকার কাছাড় হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জ, তিন জেলার মিজোরাম সীমান্তে লাগাতার মিজো দুর্বৃত্তদের আগ্রাসনের পেছনে বিদেশি মদত রয়েছে। এছাড়া মায়ানমার থেকে মিজোরামে অনবরত অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটছে। তাই দক্ষিণ অসমের মিজোরাম সীমান্তের সামগ্রিক সুরক্ষার দায়িত্ব ভারতীয় সেনা বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার দাবি করেছে 'আমরা বাঙ্গালী'।

দলের অসম প্রদেশ সচিব সাধন পুরকায়স্থ উদ্বেগ ব্যক্ত করে হিন্দুস্থান সমাচার-কে জানিয়েছেন, দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকার তিন জেলার সাথে মিজোরামের সীমা বিবাদ দীর্ঘদিন থেকে চরম আকার ধারণ করেছে। তিন জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা মিজো দুর্বৃত্তরা বেআইনিভাবে জবরদখল করে নিয়েছে। মিজোরাম সরকারের পুলিশ ও এমজেডপি নামের এক সংগঠন সরাসরি এ ধরনের বেআইনি কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে বলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন সাধন পুরকায়স্থ। আন্তঃরাজ্য সীমান্তে বরাক উপত্যকার বাঙালি জনগণের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে তাদেরকে উচ্ছেদ করেছে মিজো দুর্বৃত্তরা। দীর্ঘদিন থেকে বরাকের বাঙালি জনগণ মিজোরাম সীমান্তে কার্যত প্রহরার কাজ করে আসছেন। কিন্তু অসম সরকার বাঙালি জনগণের নিরাপত্তা প্রদানে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

সাধন বলেন, বর্তমানে মিজোরামে মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট (এমএনএফ) নেতৃত্বাধীন জোট সরকার রয়েছে। অথচ অখণ্ড ভারত বিরোধী কার্যকলাপের ধারবাহিক ইতিহাস রয়েছে এমএনএফের। যা সর্বজনবিদিত বিষয়। সাধন পুরকায়স্থ খেদ ব্যক্ত করে বলেন, ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল এই এমএনএফ। তাই দেশ-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত এমএনএফ কতটুকু দেশপ্রেমিক হতে পেরেছে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেন তিনি। গোটা ঘটনাবলির পর্যালোচনা করে বরাক উপত্যকার মিজোরাম সীমান্তে মিজো আগ্রাসনের পেছনে বিদেশি শক্তির প্ররোচনা রয়েছে বলে ধারণা করছে 'আমরা বাঙ্গালী'।

তিনি বলেন, এছাড়া সমগ্র মিজোরামে অনবরত মায়ানমারের নাগরিকদের অনুপ্রবেশ ঘটছে। মিজোরামে বসবাসকারী বাঙালিদের বাংলাদেশি আখ্যায়িত করছে মিজো দুর্বৃত্তরা। কিন্তু বাঙালিদের নিরাপত্তা প্রদান এবং অসমের সীমান্ত সুরক্ষিত রাখতে ব্যর্থ সরকার স্পর্শকাতর এই বিষয়ে বস্তুত চরম উদাসীন ভূমিকা পালন করছে। তাই সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দক্ষিণ অসমের তিন জেলার মিজোরাম সীমান্তকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব ভারতীয় সেনা বাহিনীর হাতে হস্তান্তরের জোরালো দাবি জানিয়েছেন 'আমরা বাঙ্গালী'র অসম প্রদেশ সচিব সাধন পুরকায়স্থ।

চারদিনের সফরসূচি নিয়ে ১ নভেম্বর অসমে এপিসিসি-র নবনিযুক্ত পর্যবেক্ষক জীতেন্দ্র সিং

গুয়াহাটি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : আগামী ১ নভেম্বর চারদিনের সফরসূচি নিয়ে রাজ্যে আসছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (এপিসিসি)-র নবনিযুক্ত পর্যবেক্ষক (প্রভারী) রাহুল গান্ধীর বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে খ্যাত জীতেন্দ্র সিং। অসম কংগ্রেসের প্রভারী হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর এটাই তাঁর প্রথম অসম সফর।

দলীয় সূত্রের খবর, আগামী ২০২১-এ অসম বিধানসভা নির্বাচনের আগে এপিসিসি-র দায়িত্বপ্রাপ্ত জীতেন্দ্র সিং প্রদেশ কংগ্রেসকে উজ্জীবিত করতে তৈরি করেছেন ব্লুপ্রিন্ট। ইতিমধ্যে তিনি নাকি অসম প্রদেশ কংগ্রেসের প্রায় সব নেতার সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে টেলিফোনে কথাও বলেছেন। কেবল নেতার সঙ্গেই নয়, দলের তৃণমূল পুরনো কর্মীদের সঙ্গেও টেলিফোনে কথা বলেছেন জীতেন্দ্র সিং।

জানা গেছে, বিভিন্নজনের সঙ্গে মত-বিনিময়ের পর বেশ কিছু বিষয়ে অসন্তুষ্ট হয়েছেন প্রভারী জীতেন্দ্র। তিনি নাকি জানতে পেরেছেন, দলের পরিবর্তে ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য একাংশ সিনিয়র নেতা কাজ করছেন। এছাড়া দলীয় বিবাদে জড়িত কতিপয় জ্যেষ্ঠ নেতা। এই খবর শুনে জীতেন্দ্র তিনি নাকি জানতে পেরেছেন, দলের পরিবর্তে ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য একাংশ সিনিয়র নেতা কাজ করছেন। এছাড়া দলীয় বিবাদে জড়িত কতিপয় জ্যেষ্ঠ নেতা। এই খবর শুনে জীতেন্দ্র সিং সব বিসংবাদী নেতার মুখ বন্ধ রাখতে এক গোপন নির্দেশনাও ইতিমধ্যে জারি করেছেন বলে দলের সূত্রটি জানিয়েছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের সূত্রটি আরও জানিয়েছে, আগামী ১ নভেম্বর বেলা ১১.২০ মিনিটে দিল্লি থেকে যাত্রা করে সোজা চলে যাবেন উজান অসমের ডিব্রুগড়ে। সেদিন ডিব্রুগড়ে উজান অসমের দলীয় বিধায়ক, প্রাক্তন বিধায়ক, প্রাক্তন ও বর্তমান সাংসদ, দলীয় নেতৃবর্গ এবং চা জনগোষ্ঠীয় সেলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবেন সিং। ১ নভেম্বর রাত ডিব্রুগড়ে কাটিয়ে পরের দিন ২ নভেম্বর যাবেন যোরহাটে। যোরহাটে তিনি উজান অসমের ব্লক কংগ্রেসের সভাপতিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। পাশাপাশি উজানের নয়টি জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিদের সঙ্গেও বৈঠকে বসবেন জীতেন্দ্র সিং। যোরহাটের কার্যক্রম শেষ করে বিকেলের দিকে উপস্থিত হবেন মধ্য অসমের নগাঁওয়ে। নগাঁওয়ে সন্ধ্যায় জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের সঙ্গে মত-বিনিময় করবেন তিনি। ওই দিন রাত নগাঁও সার্কিট হাউসে কাটাবেন সিং।

পরের দিন ৩ নভেম্বর বিকেল পর্যন্ত মধ্য অসম, উত্তর অসম এবং পাহাড়ি জেলাকে নিয়ে আট জেলা কংগ্রেসের সঙ্গে বসবেন বৈঠকে। ওই বৈঠকে ডাকা হয়েছে বর্তমান ও প্রাক্তন বিধায়ক, বর্তমান ও প্রাক্তন সাংসদদেরও। ৩ নভেম্বর বিকেলে বৈঠক শেষে গুয়াহাটির উদ্দেশে যাত্রা করবেন প্রদেশ কংগ্রেসের নতুন প্রভারী জীতেন্দ্র। গুয়াহাটি এসে ওইদিন সন্ধ্যারাত ছয়টায় প্রদেশ কংগ্রেসের কোর কমিটির সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবেন তিনি। রাত ৮.০০টায় বৈঠকে বসবেন মহিলা কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস, এনএসইউআই, সেবাদল এবং ইয়ুথ ব্রিগেডের সঙ্গে।

পরেরদিন ৪ নভেম্বর সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করবেন তিনি।

ওই দিন সকাল ৮-টায় সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রাতঃরাশ করে দিল্লির উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যাবেন জীতেন্দ্র সিং। এপিসিসি-র নতুন দায়িত্ব পেয়ে তাঁর প্রথম অসম সফরকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, জীতেন্দ্র সিঙের সফরকালেই এআইইউডিএফ-এর সঙ্গে জোট বন্ধনের বিষয়ে সিলমোহর পড়বে।

তপসিয়া রোডে গুলি করে স্ত্রীকে খুনের চেষ্টায় মুখ খুললেন স্ত্রী

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি স): এক অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী থাকলো খাস কলকাতা। বুধবার রাতে তপসিয়া রোডে গুলি করে খুনের চেষ্টা স্ত্রীকে স্বামীর। বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার পুলিশের। আর তারপরেই আসল ঘটনা প্রসঙ্গে মুখ খুললেন অভিযোগকারী স্ত্রী।

অভিযুক্ত ও তার স্ত্রী তপসিয়া রোডের বাসিন্দা। অভিযোগকারী স্ত্রীর অভিযোগ বুধবার রাতে ফোনের মাধ্যমে বচসা হয় তার স্বামীর সাথে। এরপর বুধবার রাতে তার স্ত্রী বাড়ি আসলে তাদের মধ্যে ফের কথা কাটাকাটি শুরু হয়। আর এরপরই অভিযুক্ত স্বামী তার স্ত্রীর দিকে পিস্তল তুলে এগিয়ে আসে। কোনওরকমে সেখান থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচে অভিযোগকারী স্ত্রী। এরপরে অভিযোগকারী স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার মোবাইল লোকেশন ধরে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এবার আসল বিষয় নিয়ে মুখ খুলল অভিযোগকারী স্ত্রী। অভিযোগকারী স্ত্রীর অভিযোগ, সে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন, রাত করে বাড়ি ফিরেছিলেন শবনম। আর সেটা মানতে নারাজ তার স্বামী।এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বচসা অশান্তি হয় স্বামীর। আর তারপরেই স্ত্রীকে গুলি করে খুনের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ অভিযোগকারী স্ত্রী তার স্বামীর বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বাড়ির শৌচাগারের জলের ট্যাঙ্কের পাশ থেকে উদ্ধার হয় একটি সেভেন এমএম পিস্তল, একটি রিভলবার ও দশ রাউন্ড গুলি। আসল ঘটনা কি তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

হরেকরকম
হরেকরকম হরেকরকম

‘মিশন ইম্পসিবল সেভেন’-এর সেটে আগুন

ধুন্ধুমার অ্যাকশন আর স্টান্টের জন্য জনপ্রিয় ‘মিশন ইম্পসিবল’। এবার এই ছবির সপ্তম কিস্তির শুটিংয়ে স্টান্ট করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটল। এতে ফের আটকে গেল ‘মিশন ইম্পসিবল’ ছবির শুটিং। এমনিতেই করোনায় থেমে ছিল এই ছবির কাজ। এবার শুটিং সেটে আগুন লেগে ক্ষতি হয়ে গেল কোটি টাকার। থমকে দাঁড়াল শুটিংয়ের কাজও।গত মঙ্গলবার অক্সফোর্ডশায়ারে একটি মোটরসাইকেল স্টান্ট করার সময় শুটিং সেটে আগুন লেগে যায়। বেশ ভারী সেট ছিল সেখানে। স্টান্টও ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। স্টান্ট করতে গিয়ে শেষের দিকে এসে মোটরসাইকেলে আগুন ধরে যায়। এই দুর্ঘটনা বেশ প্রভাব ফেলেছে প্রযোজনাটির ওপর। কারণ, একদিকে আর্থিক ক্ষতি, অন্যদিকে আবার পিছিয়ে গেল ছবির শুটিং। এই সেট সাজাতে ২২ কোটি টাকার ওপরে খরচ হয়েছে বলে জানা গেছে। ব্রিটিশ গণমাধ্যম ডেইলি মেইল এ খবর নিশ্চিত করেছে।দুর্ঘটনা ঘটার পর অক্সফোর্ডশায়ারের আকাশে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়তে দেখা যায়। শূন্যে মোটরসাইকেল দিয়ে স্টান্ট করার সময় নামতে গিয়ে মোটরসাইকেল বিস্ফোরণ হয়। যদিও ‘মিশন ইম্পসিবল’ ছবিতে নিজের স্টান্ট নিজেই করতে পছন্দ করেন টম ক্রুজ। ওই দিন তিনি শুটিংয়ে অংশগ্রহণ করেননি। ছয় সপ্তাহ ধরে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তবু সফল হয়নি স্টান্টটি। এটি তাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। যদিও এই দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। অবশেষে ফায়ার

সার্ভিসের সদস্যরা এসে উদ্ধারকাজ চালান। কিন্তু এই দৃশ্যের জন্য পুনরায় আবার সেট তৈরি করতে একটা বিশাল অঙ্কের টাকা যাবে, এক কথায় বলা যায়।‘মিশন ইম্পসিবল’ ছবির সপ্তম কিস্তির শুটিং শুরু হয় গত মাসে। এর আগে করোনাভাইরাসের জন্য বন্ধ ছিল ছবির শুটিং। ছবির পরিচালক ও লেখক ক্রিস্টোফার ম্যাককুইন অন্তত তিনটি স্টান্ট পরিকল্পনা করেছেন, যা নিয়ে তিনি নিজেও শিহরিত। আর লকডাউনের সময়ে ক্রুজ স্টান্টের অনুশীলন করেন। তার মধ্যে আছে মোটরসাইকেল ও হেলিকপ্টার থেকে স্টান্ট। ২০২১ সালের ১৯ নভেম্বর ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা।

চুমু খেতে ভয় পান বিপাশা

দীর্ঘদিন পর আবার পর্দায় ফিরে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত বলিউড অভিনেত্রী বিপাশা বসু। তার ওপর স্বামী করণ সিং গ্রোভারের সঙ্গে জুটি বেঁধে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামলেন এ বাঙালি অভিনেত্রী। ম্যাক্স প্লেয়ার ওটিটি প্ল্যাটফর্মে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত থ্রিলারধর্মী ওয়েব সিরিজ ‘ডেঞ্জারাস’কে ঘিরে বিপাশা তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন।
পাশাপাশি এ বলিউড অভিনেত্রী জানিয়েছেন যে পর্দাতে তিনি চুম্বনের দৃশ্যে অভিনয় করতে মোটেও স্বাচ্ছন্দ নন। এদিকে তাঁকে আবার আবেদনময়ী চরিত্রে বেশি দেখা যায়।
পর্দায় যখনই বিপাশা আসেন, রীতিমতো ঝড় তোলেন তিনি। খোলামেলা পোশাকেই বেশি দেখা যায় তাঁকে। তবে আজও পর্দাতে চুমু খেতে ভয় পান বিপাশা। তবে স্বামী করণের সঙ্গে অনেক সহজে এ ধরনের দৃশ্যে অভিনয় করতে পারেন। বিপাশা স্পষ্টই জানান যে আপাতত করণের সঙ্গে কোনো ছবিতে তিনি কাজ করতে চান না।
কারণ, পরপর কাজ করলে বিপাশার পেশাগত জীবন প্রভাবিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে এ বলিউড নায়িকা বলেন, ‘আমি যখন কাজের মধ্যে থাকি, তখন আমার নিজস্বতার দরকার হয়। আর করণ বিষয়টা ভালো করে জানে। নিজের জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কাজ করা অনেক সহজ, কারণ, আমরা একে অপরের মানসিক অবস্থা বুঝে চলতে পারি। পাশাপাশি করণের সঙ্গে চুম্বনের দৃশ্যে অভিনয় করাও অনেক সহজ হয়ে যায়। অন্তরঙ্গ দৃশ্যে

অভিনয় করতে আমি খুব একটা ভয় পাই না। কারণ, এ ক্ষেত্রে ক্যামেরাকে ধোঁকা দেওয়া যায়। কিন্তু ঘনিষ্ঠ চুমুর দৃশ্যের ক্ষেত্রে মুশকিল হয়।
তবে আমি আর করণ জুটি হিসেবে বারবার পর্দায় আসতে চাই না। এর ফলে আমাদের পেশাগত জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।’‘অ্যালোন’ ছবির মাধ্যমে বিপাশা ও করণ একে অপরের কাছাকাছি আসেন। ২০১৬ সালে তাঁরা বিয়ে করেন। বিয়ের পর বিপাশা ছবির জগৎ থেকে নিজেকে বেশ কিছুদিন দূরে রেখেছিলেন।
এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘অনেকে বলেছেন যে পাঁচ বছর পর আমি অভিনয় জগতে ফিরছি। কিন্তু আমার সে রকম কোনো অনুভূতি হয়নি। আমি তো বিয়ের পর আমার এ বিরতি রীতিমতো উপভোগ করছিলাম। কারণ, মাত্র ১৫ বছর বয়সে আমি কাজ করা শুরু করে দিয়েছিলাম। কম কাজ করিনি। বিরতিটা তো দরকারই ছিল।’ তবে অমিতাভ বচ্চনের কথাতেই আবার কাজে ফিরেছেন বলে জানান বিপাশা। তিনি বলেন, ‘গত বছর দিওয়ালি পার্টিতে বেশ কিছু প্রযোজক ও পরিচালক আমার কাজে ফেরার ব্যাপারে লম্বাচওড়া বক্তব্য রাখেন।
এমনকি বিগ বিও আমাকে কাজে ফেরার কথা বলেন। তখন আমি সিদ্ধান্ত নিই যে আবার আমাকে কাজে ফিরতে হবে।’বিয়ের পর বিপাশা ও করণ একসঙ্গে এ প্রথম পর্দায় এলেন। এর আগে তাঁদের কিছু অ্যাড ফিল্মে দেখা গেছে।

যা দেওয়ার দিয়েছি, যা পাওয়ার পেয়েছি

২০১৩ সালে হলিউডের সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক গোনা ও সর্বোচ্চ অর্থ উপার্জনকারী নারী তারকা তিনি। ২৬ বছর হেঁটেছেন হলিউডের রাস্তায়। সময়মতো হলিউডকে বিদায় বলতেও এতটুকু দ্বিধা করেননি। ভেবেছিলেন, চিরকুমারী থেকেই জীবন কাটাবেন। কিন্তু বিয়াল্লিশে এসে ঠিকই বলেছেন ‘আই ডু’। বলছি চার্লিস অ্যাঞ্জেলস, ভ্যানিলা স্কাই, দেয়ারস সামথিং আবাউট মেরি, অ্যানি শ্রেকখ্যাত ক্যামেরন ডিয়াজের কথা।
ক্যামেরনের প্রেমিক পুরুষের তালিকা ছোট নয়। প্রেম করেছেন ভিডিও প্রযোজক কার্লোস ডে লা টোর, অভিনেতা ম্যাট ডিলন, অভিনেতা-গায়ক জেয়ার্ড লেটো, গায়ক-অভিনেতা জাস্টিন টিম্বারলেক ও বেসবল খেলোয়াড় অ্যালেক্স রড্রিগেজের সঙ্গে। তবে শেষ পর্যন্ত মালা পরিয়েছেন গায়ক-গিটারবাদক বেনজি ম্যাডেনকের গলায়। বেনজি ও ক্যামেরন দম্পতির ঘরে ২০২০ এর জানুয়ারিতে জন্ম নিয়েছে কন্যাসন্তান। নতুন মাতৃত্ব, সংসার নিয়ে ভালোই সময় কাটছে ক্যামেরনের। সম্প্রতি ভোগ ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে উঠে এল নানা কথা। ২০১৮ সালে হলিউডকে বিদায় জানানো নিয়ে ক্যামেরন বলেন, ‘আমি অন্যদের মতো না যে আলোচনায় থাকার জন্য বিদায় নিচ্ছি। আবার নতুন ছবির ঘোষণা দিয়ে আলোচনায় আসব। আমার মনে হয়, হলিউডকে আমার যা দেওয়ার তা দিয়েছি। হলিউড থেকেও যা পাওয়ার তা পেয়েছি। সত্যি কথা বলতে কী, হলিউড থেকে বিদায় নিয়ে আমি শান্তি পেয়েছি। সুখী হয়েছি।’
ক্যামেরন আরও বলেন, ‘মাল্টি মিলিয়ন ছবি করায় নাম আছে, খ্যাতি আছে। কিন্তু এর যে মানসিক চাপ, তা আপনার জীবন থেকে প্রশান্তি কেড়ে নেবে, স্বস্তি দেবে না। মাসের পর মাস আপনার দিনের ১২ ঘণ্টা প্রযোজক, পরিচালকেরা কিনে নিয়েছেন। আর এভাবেই আপনার বয়স বাড়তে থাকে।
নিজেকে সময় দেওয়ার কোনো সময় থাকে না। এসবের মাঝে যদি এক মুহূর্ত সময় মেলে, তাহলে মনে হবে, অর্থ—নাম—খ্যাতির নামই কি জীবন? হৃদয় নীরবে চিৎকার করে জানান দেবে, না। ২৪ ঘণ্টা মিডিয়া আপনাকে চোখে চোখে রাখে। এই জীবনকে বিদায় বলে আমি নতুন জীবনে শান্তি পেয়েছি।’

হাতি, ঘোড়া, ক্যাঙারুর সঙ্গে কাটছে নিকোলের দিনকাল

ধীরে ধীরে মহামারিকালের নতুন স্বাভাবিকতায় মানিয়ে নিচ্ছে বিশ্ব। হলিউড তারকা নিকোল কিডম্যানও শুটিংয়ে যাওয়ার সব প্রস্তুতি নিয়েছেন। এই মুহূর্তে তিনি আছেন অস্ট্রেলিয়ায়, সংগীতশিল্পী স্বামী কিথ আরবান, চার সন্তান, বৃদ্ধা মা আর বোনের সঙ্গে চমৎকার কাটছে তাঁর লকডাউন। এবার ৫৩ বছর বয়সী এই অস্কারজয়ী তারকাকে দেখা যাবে ‘নাইন পারফেক্ট স্ট্রেঞ্জার্স’ ছবিতে। ডেইলি মেইল—এর প্রতিবেদনে বিষয়টি উঠে এসেছে।নয়জন অপরিচিত ব্যক্তি বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অজানা গন্তব্যের দিকে পাড়ি দেয়। এই নয়জনকে পরিচালনা করেন মাশা নামের রহস্যময় এক রাশিয়ান নারী। এই মাশা চরিত্রে দেখা দেবেন নিকোল। ছবিটি অস্ট্রেলীয় লেখক লিয়ান মরিয়ার্টির লেখা একই নামের উপন্যাস থেকে বানানো হবে। বইটি ২০১৮ সালের ‘নিউইয়র্ক টাইমস’---এর বেস্টসেলার। নিকোল কিডম্যান ও রিজ উইদারস্পুন অভিনীত ‘বিগ লিটল লাইস’ টিভি শোটিও লিয়ানের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত।
ভোগ---এর ‘সেভেনটি থ্রি কোশ্চেনস’—এর শুটিং হয়েছে নিকোলদের ১১১ একরের ফার্মহাউসে। সেখানে নিকোল

তাঁদের নিউ সাউথ ওয়েলসের বাগানবাড়ির নানা রকম প্রাণীর সঙ্গেও পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন দর্শকদের। কী নেই সেখানে! হাতি, ঘোড়া, ক্যাঙারু থেকে শুরু করে আলপাকা (পেরুদেশীয় মেষবিশেষ)সবই আছে সেখানে। আপনজনসহ এসব প্রাণীর সঙ্গে লকডাউনে দারুণ সময় কাটাচ্ছেন বিশ্বের প্রভাবশালী এই নারী। এটিই নাকি নিকোলের সবচেয়ে শান্তির জায়গা। কেন? উত্তরে নিকোল সেখানে বিশুদ্ধতা, বাতাস আর শান্তিএই তিনের উপস্থিতির কথা বলেছেন।

কন্যার বাবা—মা হলেন ক্রিস ও ক্যাথরিন

‘আজ আমাদের জীবনের অন্যতম সেরা দিন। আমাদের প্রথম কন্যাসন্তান জন্ম নিয়েছে। পৃথিবীর আলো এসে আমাদের রাজকন্যার চোখ স্পর্শ করে অভিনন্দন জানিয়েছে।’ হলিউড তারকা ক্রিস প্র্যাট ও তাঁর লেখিকা স্ত্রী ক্যাথরিন শোয়ার্জেনেগার এভাবেই নিজেদের প্রথম সন্তানের জন্মের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। ৩০ বছর বয়সী ক্যাথরিনের ভাই প্যাট্রিক শোয়ার্জেনেগার সদ্য মামা হওয়ায় উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বোন ও দুলাভাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে ভাগনির জন্য উপহারও পাঠিয়েছেন বলে জানিয়েছে এন্টারটেইনমেন্ট টুডে।
এদিকে ক্যাথরিনের এক কাছের সূত্র পিপল সাময়িকীকে বলেছে, এই জুটি আগেই জানতেন মেয়ে হবে। ক্রিস তো আগে পুত্রসন্তানের বাবা হয়েছেন। মেয়ের মুখ দেখার জন্য মুখিয়ে ছিল এই জুটি। মেয়েকে কোলে পেয়ে তাঁদের খুশির কোনো সীমা নেই। প্রথমবার মা হওয়ার আবেগ, অনুভূতি উপভোগ করছেন ক্যাথরিন।
এই সূত্র আরও জানিয়েছে, স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির কারণে কেউ হাসপাতালে সদ্য জন্ম নেওয়া বাচ্চাকে দেখতে যায়নি। তবে বাড়ি ফিরতেই আনর্ল ও মারিয়া শোয়ার্জেনেগার তাঁদের নাতনিকে দেখে এসেছেন। সদ্য মা হওয়া মেয়ে আর নাতনির জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা।
গত বছর জুনে অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেমখ্যাত তারকা ক্রিস প্র্যাটের সঙ্গে আর্নল্ড শোয়ার্জেনেগারের মেয়ে ক্যাথরিন শোয়ার্জেনেগার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার মন্টেসিটোতে পারিবারিকভাবে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারেন। এটি ক্যাথরিনের প্রথম বিয়ে হলেও ক্রিস প্র্যাটের দ্বিতীয় বিয়ে। এর আগে প্র্যাটের আনা ফারিসের সঙ্গে আট বছরের সংসার রয়েছে। সেই সংসারে জ্যাক নামের ৭ বছরের একটি ছেলেও আছে ৪১ বছর বয়সী ক্রিসের।

শুক্রবার আয়োজিত স্টেট ল্যাবেল এক্সিবিউশন ও প্রোজাক্ট কম্পিটিউশন এর অনুষ্ঠান মঞ্চে অতিথিবৃন্দরা। ছবি- নিজস্ব।

রাজ্যপালের মতামত যেন কোনওভাবেই পক্ষপাত দুষ্ট না হয় : প্রদীপ ভট্টাচার্য

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি. স.): বৃহস্পতিবার দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক শেষে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে ফের একবার ক্ষোভ উগরে দিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। তার কথায়, 'পশ্চিমবঙ্গের আইপিএস আইএস রাজনৈতিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেন।'তবে রাজ্যপালের এহেন নালিশকে কার্যত পক্ষপাত দুষ্ট হিসেবেই দেখছেন কংগ্রেস সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য।

এদিন রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে অভিযোগ করে জানান, 'রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসা অনাচার চলছে অথচ সর্বোচ্চ প্রশাসন ঘুমিয়ে রয়েছে। রাজ্যের ও সংবিধান ভেঙে পড়েছে জানি আমি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলাম কিন্তু তার উত্তর পাইনি।' তিনি আরও অভিযোগ করেন, 'রাজ্যের মুখ্যসচিব, উপদেষ্টাদের দিয়ে রাজনৈতিক কাজ করানো হচ্ছে। আমলারা এখানে রাজনৈতিক দলের অনুগত'। তবে রাজ্যপালের এই পুরো অভিযোগ করা কতটা সাংবিধানিক তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেস সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য। প্রদীপবাবু এ দিন জানান, "যে কোন রাজ্যের রাজ্যপাল দিল্লিতে যেতে পারেন। দিল্লিতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে দেখা করতেই পারেন। এমনকি রাজ্যের রিপোর্ট দিতে পারেন। রিপোর্ট দেওয়ার আগে তার উচিত সংবিধান অনুযায়ী সেই রিপোর্টে কী আছে তা রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করা। এক্ষেত্রে সে আলোচনা হয়েছে কিনা আমার জানা নেই"।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ভাল নয় সে কথায় সমর্থন জানিয়ে প্রদীপবাবু পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, "রাজ্যের আইনশৃংখলার বিষয়ে সাংবিধানিকভাবে রাজ্যপালের বলার কতটা অধিকার রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। রাজ্যপালের মতামত যেন কোনওভাবেই পক্ষপাত দুষ্ট না হয় সেদিকে অবশ্যই দেখতে হবে। রাজ্যপাল নিজের আয়ত্বের বাইরে গিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা সঠিক হয়নি"।

পাহাড়ে অশান্তির আশঙ্কায় প্রস্তুতি পুলিশের, বাড়তি সতর্ক প্রশাসন

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : পাহাড়ের আঁচ ক্রমশই চড়ছে। সম্ভাব্য অশান্তি ঠেকাতে এবার সময় থাকতে থাকতেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিল পুলিশ প্রশাসন। একদিকে বিমল গুরুং ও রোশন গিরির পাহাড়ে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা ও অন্যদিকে সেই প্রত্যাবর্তন ঠেকাতে বিনয় তামাং ও অনিত থাপার আন্দোলনের জেরে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। গত ক'দিনে একাধিক বড় মিছিল বার করেছে বিমল-রোশন বিরোধীরা। প্রশাসনের অনুমান বিমল পাহাড়ে পা রাখার চেষ্টা করলেই সেখানকার পরিস্থিতি অশান্তির দিকে এগিয়ে যাবে। ঠিক যেভাবে সুবাস ঘিসিংকে পাহাড়ছাড়া করে সেখানকার মুকুটহীন সম্রাট হয়ে উঠেছিলেন গুরুং-গিরি। এখন সেটাও তাঁদের সঙ্গে করতে পারেন তামাং-থাপা। কলকাতায় ক'দিন আগে আত্মপ্রকাশ করেই বিমল জানিয়েছিলেন, মোর্চা আর এনডিএ-তে থাকছে না। মোর্চা এবার তৃণমূলের সঙ্গে জোট করে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করবে। কিন্তু গুরুংয়ের এই পাল্টিবাজি মানতে পারেননি পাহাড়ের একটা বড় অংশ। তাঁদের বক্তব্য, সেই রাজ্যের সঙ্গেই যখন সমঝোতা করতে হবে, তৃণমূলের সঙ্গেই যখন জোট করতে হবে তখন ২০১৭ সালে পায়ে পা লাগিয়ে কেন রাজ্যের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়েছিলেন গুরুং। কেনই বা টানা সাড়ে তিন মাস ধরে পাহাড়ের স্বাভাবিক জনজীবন স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন! এখন নতুন করে পাহাড়ে এসে আবার কোন অশান্তির বীজ বুনতে চান তিনি। রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের কাছে খবর এসেছে যে পাহাড়ে যে কোনও সময়ে বড় ধরনের অশান্তি লেগে যেতে পারে। সেই অশান্তি ঠেকাতে দার্জিলিং রেঞ্জের ডিআইজি অমিত জাভালগি চূড়ান্ত সতর্কবার্তা পাঠিয়েছেন দার্জিলিং ও কালিম্পং এই দুই জেলার পুলিশকর্তাদের। গুরুংকে ঘিরে যাতে পাহাড়ে কোনও রকমের আইনশৃঙ্খলার সমস্যা দেখা না দেয়, সে দিকে নজর রাখতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এমনকি যাঁরা বিভিন্ন মামলায় ফেরার, তাঁরা যদি আত্মসমর্পণ করতে চান বা পাহাড়ে ফিরে আসতে চান, তাঁদের সেই সুযোগ করে দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের নিরাপত্তার দিকটিও নজর রাখতে বলেছেন পুলিশকে।

ফের শহরের দুটি হাসপাতালের বিরুদ্ধে রোগী হয়রানির অভিযোগ

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি স): করোনা আবহে বিভিন্ন সময় শহরের হাসপাতালগুলোর বিরুদ্ধে উঠেছে নানান ধরনের অভিযোগ। কখনও রোগী হয়রানি কখনও আবার চিকিৎসায় গাফিলতির নানান ধরনের অভিযোগে কাঠগড়ায় শহরের বিভিন্ন হাসপাতাল। এরই মাঝে বৃহস্পতিবার শহরের দুটি হাসপাতালের বিরুদ্ধে উঠল রোগী হয়রানির অভিযোগ। বেড না পেয়ে শহরের দুটি হাসপাতাল থেকে ফিরতে হল এক অসুস্থ শিশুকে। অসুস্থ শিশুর পরিবারের তরফে অভিযোগ রক্তের জটিল রোগে আক্রান্ত ওই শিশুকে নিয়ে তার পরিবার প্রথমে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে বলা হয় হিমোফিলিয়া বিভাগ নেই তাদের। ফলে সেখান থেকে ওই শিশু ও তার পরিবারকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। কলকাতা মেডিকেলে আসলে কলকাতা মেডিকেলের চিকিৎসকরা দেখে বলে যে কোনও বেড নেই। কিন্তু শিশুটিকে অবিলম্বে ভর্তি করা প্রয়োজন। কারণ তার শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বহু রক্ত। পাশাপাশি শিশুটির পেটে যন্ত্রণাও হচ্ছে। বেড না থাকায় কলকাতা মেডিকেল থেকে এনআরএস মেডিকেল কলেজ নিয়ে যাবার কথা বলা হয় কলকাতা মেডিকেলে তরফে। কিন্তু একবার এই হাসপাতাল আরেকবার ওই হাসপাতাল এই ভাবে ক্লান্ত হয়ে গেছিল শিশু এবং শিশুর পরিবার। ধীরে ধীরে শিশুটি যন্ত্রণায় নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছিল। বারবার হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে দেওয়ায় শিশুর পরিবার ঠিক করে আর কোনও হাসপাতাল নয় শিশুটিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে তারা। বেড না পেয়ে চরম সমস্যায় শিশু ও শিশুর পরিবার। অন্যদিকে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস এসএসকেএম হাসপাতালের।

প্রযুক্তিগত ত্রুটি, পাটনায় জরুরি অবতরণ মনোজের হেলিকপ্টারের

পাটনা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে পাটনা বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করল বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারির হেলিকপ্টার। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার নির্বাচনী প্রচারের জন্য বৃহস্পতিবার সকালে, বিহারের বেহতিয়া বিমানবন্দরে অবতরণ করার কথা ছিল মনোজ তিওয়ারির হেলিকপ্টার। কিন্তু, হেলিকপ্টারে প্রযুক্তিগত রেডিও ত্রুটি দেখা দেয়। তাই বেহতিয়া বিমানবন্দরের পরিবর্তে, পাটনা বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে মনোজের হেলিকপ্টার। মনোজের সঙ্গে ওই

ছয়ের পাতায়

কেশুভাই প্যাটেলের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি. স.): গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেশুভাই প্যাটেলের প্রণয়নে শোক প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এক শোক বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, কেশুভাই প্যাটেলের জীবন গুজরাটের জনতার জন্য সমর্পিত ছিল।

বৃহস্পতিবার অমিত শাহ নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, " গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেশুভাই প্যাটেলের প্রয়াণে র দুঃসংবাদ পেয়েছি। তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন গুজরাটের জনগণের সেবার জন্য সমর্পিত ছিল। কেশুভাইয়ের প্রয়াণে গুজরাটের রাজনৈতিক মহলে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এই শূন্যস্থান পূরণ করা কঠিন। তাঁর পরিবারবর্গ এবং অনুগামীদের প্রতি সমবেদনা রইল। " গুজরাটে বিজেপির রাজনৈতিক ভিত শক্ত করার ক্ষেত্রে কেশুভাইয়ের অবদানের কথা তুলে ধরে অমিত শাহ নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, "

গুজরাটে বিজেপির সাংগঠনিক ভিত শক্ত করার ক্ষেত্রে কেশুভাই প্যাটেলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সোমনাথ মন্দিরের ট্রাস্টি হিসেবে মন্দিরের উন্নয়নকল্পে সর্বদা সর্বাধিক সাহায্য করে গিয়েছেন। তাঁর কাজ এবং ব্যবহারের জন্য সকলের স্মৃতিতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তিনি। "

উল্লেখ করা যেতে পারে শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা নিয়ে আমেদাবাদের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় কেশুভাই প্যাটেলকে। সেখানেই ৯২ বছর বয়সে বৃহস্পতিবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। গুজরাট বিজেপির অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা ছিলেন কেশুভাই। ১৯৯৫ সালে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হন কেশুভাই প্যাটেল। ১৯৯৮ ফের দ্বিতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদে বসেন তিনি। ২০০১ সাল পর্যন্ত এই পদে তিনি ছিলেন। ২০১২ সালে বিজেপির থেকে সরে দাঁড়িয়ে গুজরাট পরিবর্তন পার্টি গঠন করেন তিনি। যদিও পরবর্তী সময় সেটি বিজেপির মধ্যে মিশে যায়।

২ নভেম্বর থেকে অন্ধ্রে খুলছে স্কুল ও কলেজ, সিদ্ধান্ত সরকারের

বিজয়ওয়াড়া, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশে করোনাভাইরাসের প্রকোপে এখনও রাশ টানা যায়নি। বেড়েই চলেছে করোনা-আক্রান্ত রোগী ও মারণ ভাইরাসে সংক্রমিত রোগীর মৃত্যু। এমতাবস্থায় অন্ধ্রপ্রদেশের স্কুল ও কলেজ খোলার সিদ্ধান্ত নিল অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার। আগামী ২ নভেম্বর থেকে অন্ধ্রপ্রদেশে সমস্ত স্কুল ও কলেজ খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার। ২ নভেম্বর থেকে শুরু হবে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাস। ২৩ নভেম্বর থেকে শুরু হবে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ক্লাস।

বৃহস্পতিবার অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২ নভেম্বর থেকে অন্ধ্রপ্রদেশে খুলবে সমস্ত স্কুল ও কলেজ। ২ নভেম্বর থেকে শুরু হবে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাস। ২৩ নভেম্বর থেকে শুরু হবে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ক্লাস। সরকারের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, অর্ধ-দিবস ক্লাস নেওয়া হবে এবং শুধুমাত্র বিকল্প দিনে।

শিবসাগরে নির্মাণ হচ্ছে বিশ্বমানের মিউজিয়াম, মন্ত্রী কেশবের উপস্থিতিতে জমি হস্তান্তর

শিবসাগর (অসম), ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : গুয়াহাটির শংকরদেব কলাক্ষেত্রে 'মিঞা মিউজিয়াম' গড়ে তোলার দাবি উঠেছিল। এই দাবিকে কেন্দ্র করে গোটা অসমে যখন বিতর্ক চরমে, তখনই উজান অসমের শিবসাগরের রূপহিপথারে বিশ্বমানের মিউজিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

বৃহস্পতিবার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী কেশব মহন্ত, রাজস্ব মন্ত্রী যোগেন মহন, শিবসাগরের জেলাশাসক লক্ষ্মীনন্দন গগৈয়ের উপস্থিতিতে শিবসাগর জেলা প্রশাসন ১৫ বিঘা জমি প্রত্নতত্ত্ব দফতরের হাতে তুলে দিয়েছে। শিবসাগরে আহোম রাজত্বকালের বহু প্রাচীন মূর্তি, কীর্তিচিহ্ন, ভাস্কর্য রয়েছে। এই সমস্ত কিছুকে সংরক্ষণ করে রাখার পাশাপাশি অসমের বিভিন্ন জাতি উপজাতির স্মারকচিহ্ন সংগ্রহ করে মিউজিয়ামটিতে পর্যটকদের প্রদর্শনের জন্য রাখা হবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের মধ্যে যে কোনও পাঁচটি জায়গাকে আইকনিক সিটি হিসেবে ঘোষণা করেছিল। তার মধ্যে অসমের শিবসাগর জেলাও রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সুদূরপ্রসারী এই প্রকল্পের অধীনেই শিবসাগরের বিশ্বমানের মিউজিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই ডিপিআর তৈরি করে মিউজিয়াম তৈরির কাজ শুরু করা হবে, প্রত্নতত্ত্ব দফতরের মন্ত্রী কেশব মহন্ত এ কথা জানিয়েছেন।

নামেরি ন্যাশনাল পার্কে হাতে তৈরি বন্দুক সহ আটক চার চোরাশিকারি

তেজপুর (অসম), ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : মধ্য অসমের শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত নামেরি ন্যাশনাল পার্ক সংলগ্ন এলাকা থেকে চার চোরাশিকারিকে আটক করেছেন বন দফতরের আধিকারিকরা। ধৃত চোরাশিকারিদের কান্তা বসুমতারি, কলা বসুমতারি, রাজু বড়ো এবং বিপিন বসুমতারি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তাদের হেফাজত থেকে তিনটি হাতে তৈরি বন্দুক, গুলিতে ব্যবহৃত বারুদ, হরিণের মাংস, মাছ শিকারের সরঞ্জাম এবং দুটি কাঠের ডিঙি নৌকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার নামেরি ন্যাশনাল পার্কের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক জানান, জাতীয় উদ্যানের ফরেস্ট ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে বন দফতরের একটি দল ওই চার চোরাশিকারিকে হাতে তৈরি বন্দুক এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সহ আটক করেছে। তিনি জানান, ধৃতরা বালিপাড়া সংরক্ষিত বনাঞ্চলে জবরদখলকৃত গ্রামের বাসিন্দা।

নামেরি জাতীয় উদ্যানের ফরেস্টার ওয়ানদ্বীপ কলিতা সহ বনকর্মীর এক দল নিয়ে অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার দেবাশিস বুঢ়াগোহাঁই। ইতিমধ্যে ধৃত চারজনের বিরুদ্ধে বন আইনের সুনির্দিষ্ট ধারা বলে মামলা রুজু করে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পেশা ও বয়স অনুযায়ী ভ্যাকসিন প্রাপকদের তালিকা তৈরি করছে স্বাস্থ্য ভবন

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): ডিসেম্বরেই ভারতে আসতে পারে করোনা ভ্যাকসিন। এই ভ্যাকসিন এলে প্রথমেই তার দেওয়া হবে স্বাস্থ্যকর্মীদের। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ভবন সূত্রের খবর এমনটাই। ইতিমধ্যেই এই মর্মে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়।

রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রাজ্যের সমস্ত সরকারি বেসরকারি হাসপাতাল নার্সিংহোম স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ব্যক্তিদের নামের তালিকা ইতিমধ্যেই চেয়ে পাঠিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। তাদেরকেই প্রথমে দেওয়া হবে ভ্যাকসিন। আগামীকাল অর্থাৎ ৩০ অক্টোবরের মধ্যে ডাক্তারি পড়ুয়া স্বাস্থ্যকর্মী সকলের নামের তালিকা তৈরি করে পাঠাতে বলা হয়েছে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের।

করোনার ভ্যাকসিন বছরের শেষে দেশে আসবে জানা যেতেই গুঞ্জন শুরু হয়েছিল কাদের প্রথমেই ভ্যাকসিন দেওয়া হবে তাই নিয়ে। এর পরেই গুরুত্ব বুঝে চারটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে ব্যক্তিদের যাদের পেশা ও বয়স অনুযায়ী দেওয়া হবে ভ্যাকসিন।

চার বিভাগের মধ্যে প্রথম বিভাগে রয়েছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। এরমধ্যে ডাক্তার নার্স বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর্মী আশা কর্মী ও ডাক্তার পড়ুয়ারা অন্তর্গত রয়েছেন। এরপরের বিভাগে রয়েছেন পুলিশ প্রশাসন মিউনিসিপ্যালিটির কর্মীরা। এই দ্বিতীয় বিভাগের তালিকায় ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন দু"কোটি মানুষ। তৃতীয় ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে ২৬ কোটি মানুষকে যাদের বয়স পঞ্চাশোর্ধ। আর সর্বশেষ বিভাগে থাকবে কো মর্বিডিটি রোগীরা এবং ৫০ বছরের কম ব্যক্তিরা যাদের পেশার খাতিরে বাইরে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। এই তালিকা তৈরি করে নভেম্বরে কেন্দ্রকে জমা করতে হবে বিভিন্ন রাজ্যকে। একইসঙ্গে তালিকায় থাকা মানুষদের আধার কার্ড ও অন্যান্য পরিচয় পত্র দিতে হবে কেন্দ্রকে।

৬ নভেম্বর থেকে পর্যটকদের জন্য খুলে যাবে ওরাং জাতীয় উদ্যানের গেট

ওদালগুড়ি (অসম), ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : ১ নভেম্বর নয়, ওরাং জাতীয় উদ্যানের গেট পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে আগামী ৬ নভেম্বর থেকে। বন বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত নোটিশের উদ্ধৃতি দিয়ে জেলা তথ্য ও জনসংযোগ অধিকারিকের কার্যালয় এ খবর দিয়েছে।

নোটিশে বলা হয়েছে, দিন কয়েক আগে লাগাতার বৃষ্টিপাতের ফলে ওরাং জাতীয় উদ্যানটির রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেগুলির যথাযথ সংস্কারের পরই পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে উদ্যানের গেট। তবে সরকারের বেঁধে দেওয়া কোভিডের সমস্ত প্রটোকল মেনেই পর্যটকদের ঢুকতে দেওয়া হবে উদ্যানে।

২০১৮ সালের শুমারি অনুযায়ী মিনি কাজিরঙা হিসেবে পরিচিত ওরাং জাতীয় উদ্যানে বর্তমানে ১০০-এর বেশি এক খড়্গের গণ্ডার রয়েছে, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার রয়েছে ২১টি। ৭৯ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে রয়েছে ওরাং জাতীয় উদ্যন। বুনো হাতি, বুনো মোষ, বুনো হরিণ, শূকর সমেত বহু প্রজাতির জীব জন্তুর বসবাস রয়েছে উদ্যানটিতে।

প্রসঙ্গত, অতিমারি করোনার প্রভাবে চলতি বছরের গত মার্চ মাস থেকে উদ্যানের গেট পর্যটকদের জন্য বন্ধ ছিল। ফলে যথেষ্ট লোকসানের সম্মুখীন হয়েছেন উদ্যান কর্তৃপক্ষ। কিছুদিন আগে মানস এবং কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানও পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। এবার রাজ্যের বিভিন্ন জাতীয় উদ্যানগুলো পর্যটকদের জন্য খুলে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে পর্যটন শিল্প ফের নতুন করে চাঙ্গা হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে।

পাহাড়ের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠছে, দাবি দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): পাহাড়ের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠছে বলে দাবি করলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

দিলীপবাবু বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেন, রাষ্ট্রবিরোধী নানা মামলা দেওয়া হয়েছিল বিমল গুরুংয়ের নামে। তিন বছরে হরেক রকম মামলা ঝুললেও দিদির আঁচলের তলায় গিয়ে সব দোষ থেকে মুক্ত হতে চলেছেন। এই সরকারের পুলিশের অত্যাচারে এখনও কয়েকশো মানুষ ঘরছাড়া হয়ে আছে। মানুষ হাহাকার করছে। সেবাকাজের জন্য আমরা চাল ডাল পাঠিয়েছিলাম। সেটাও পুলিশ আটকে দিয়েছে। দিনের পর দিন মানুষ উপোষ করেছে। পাহাড়ে আমার পিছনে গোর্খা লাগানো হয়েছিল। টিএমসি আর গুরুংয়ের লড়াইতে পাহাড়ের লোক মরেছে। আবার এখন তামাং আর গুরুংয়ের লড়াই শুরু হয়েছে। আবার মানুষের জীবন দূর্বিষহ হয়ে উঠছে। এটা ক্ষমতার লড়াই। দল বদল করলে আইন বদলে যাচ্ছে। দিলীপবাবু বলেন, গুরুং এখন অপরাধী নন। উনি এখন নেতা। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মমতা ব্যানার্জীর কাছে জানতে চায়, আপনার আইন-কানুন কোথায়? এই পরিস্থিতি থেকে রাজ্যকে মুক্তি দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের যোগ্যতা আছে এই কর্মযজ্ঞে সামিল হওয়ার।

ধনখরকে 'রাজভবনের কলঙ্ক' বলে মন্তব্য তৃণমূল সাংসদের

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনখরকে 'রাজভবনের কলঙ্ক' বলে মন্তব্য করলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য সরকারের প্রতি রাজ্যপালের এই আক্রমণের পরেই টুইট করে পাল্টা রাজ্যপালকে বিজেপির 'লাউডস্পিকার' বা মুখপাত্র বলে মন্তব্য করেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, 'রাজ্যপাল কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন না বিজেপি নেতাদের সঙ্গে'? কল্যাণ লিখেছেন, 'এর আগে অন্তত ৯৯ বার এই একই কাজ করেছেন রাজ্যপাল। এটা ১০০তম বার। তিনি দিল্লি গিয়েছেন মিথ্যায় ভরা আবর্জনা নিয়ে'। কল্যাণবাবু লেখেন, পশ্চিমবঙ্গে শান্তিতে উৎসব উদযাপিত হয়েছে। কোটি কোটি মানুষ সম্প্রীতির মধ্যে সময়টা কাটিয়েছেন। ধনখর রাজভবনের কলঙ্ক।"

শাহ-র সঙ্গে বৈঠক সেরেই মমতা সরকারকে একহাত রাজ্যপাল ধনকরেব

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক সেরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে আইনশৃঙ্খলা থেকে রাজনৈতিক হিংসা বিভিন্ন বিষয়ে তীব্র আক্রমণ করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। সূত্রের খবর, অমিত শাহকে এ সমস্ত বিষয় বিস্তারিত জানিয়েছেন রাজ্যপাল। তিনি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে রিপোর্ট দিয়েছেন। রাজ্য প্রশসনের আমলাদের উপস্থিতিতে বিধানসভা নির্বাচন কতটা সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন শাহের কাছে।

বুধবার ধনকর দিল্লি যান। যাওয়ার আগে টুইট করে জানিয়েছিলেন বৃহস্পতিবার তিনি শাহের সঙ্গে বৈঠক করবেন। আজ বৈঠকের পরে ঘোষণামতই নয়াদিল্লিতে তিনি সাংবাদিক বৈঠক করেন। তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, আম জনতার সঙ্গে সংযুক্ত বেশ কিছু বিষয়, রাজ্যের আরও বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে তাঁর সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিশদে কথা হয়েছে। এর পরই তিনি রাজ্য প্রশাসনকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। রাজ্যপাল বলেন, "গোটা রাজ্য জুড়ে নৈরাজ্য চলছে। আইনের শাসন ভেঙে পড়ছে।" তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আমলারা সরাসরি রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে কাজ করছেন। গোটা আমলাতন্ত্রের রাজনীতিকরণ হয়ে গিয়েছে রাজ্যে। রাজ্যপাল আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, "যে কোনও রাজ্যে আমলাতন্ত্রের রাজনীতিকরণ গনতন্ত্র টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।'

পাথারকান্দিতে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর বাজারে আগুন

পাথারকান্দি (অসম), ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : করোনা আবহে অকাল বৃষ্টিকে সঙ্গী করে সাদামাটা ভাবে দুর্গা পূজা সম্পন্ন হয়েছে। এবার দুয়ারে কড়া নাড়ছেন ধন ও সম্পদের দেবী মা লক্ষ্মী। রাত পোহালেই কোজাগরী লক্ষ্মীর পূজা করবেন প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ বাড়িতে। তবে লক্ষ্মী পুজোর সামগ্রী কিনতে বাজারে গিয়ে আগুন দেখে মাথায় হাত পড়েছে মধ্যবিত্তদের। জিনিসপত্রের চড়া দামে চোখ চড়ক গাছ ক্রেতদের।

দুর্গাপূজার পর হঠাৎ করে বাজারে ফলমূলের পাশাপাশি সবজির চড়া দামে দিশেহারা মধ্যবিত্ত থেকে গরিব মেহনতি মানুষ। পুজার পর এমনিতেই প্রায় সবারই প্যাকেট প্রায় ফাঁকা। তার উপর প্রত্যেকের বাড়িতে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর ছোট-বড় আয়োজন। এই অবস্থায় পাথারকান্দির বিভিন্ন বাজারের মধ্যে বাজারিছড়া, লোয়াইরপোয়া, সলগই, সোনাখিরা, কাঁঠালতলি, চাঁদখিরা, তিনখাল, আসিমগঞ্জ, কানাইবাজার, কটামণি, রাঙামাটি, নাগরা, মানিকবন্দ, ঝেরঝেরি, কন্টেকছড়া প্রভৃতি স্থানে ফলমূল থেকে শুরু করে শাক-সবজির দাম দেখে মাথায় হাত মধ্যবিত্ত বাঙালিদের। ,বাজারে ঢুকে শাক-সবজি থেকে ফুল-ফল সহ প্রতিমা ছাড়াও অন্যান্য উপকরণ কিনতে গিয়ে অনেকের মাথায় হাত ওঠার উপক্রম। বাজারে অগ্নিমূল্যের দরুন নিজেদের সাধ্যমতো জিনিস কিনতে হিমশিম খাচ্ছেন গৃহস্থরা। শুধুমাত্র বৃহত্তর পাথারকান্দি নয়, সীমান্ত জেলা করিমগঞ্জের প্রায় প্রতিটি স্থানেই আজকের দিনে এমনই চিত্র চোখে পড়ছে। একদিকে যেমন অত্যধিক মাত্রায় দাম বেড়েছে মাটির প্রতিমার, অন্যদদিকে ব্যাপকহারে দাম বেড়েছে শাক-সবজিরও। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পূজার উপকরণও আঁকাশছোঁয়া। লাই, ধনেপাতা, ঝিঙে, পটল, ফুলকপি, ঢ্যাঁড়স, বাঁধাকপি, মিষ্টিকুমড়ো, মূলো, স্কুয়াসের মতো সবজির দাম লাগামহীন। ফলের বাজারে আপেল, নারিকেল, শশা, কমলা, আখের দামও হাতের নাগালের বাইরে।

জেলার কোথাও কোথাও লক্ষ্মীপুজোর প্রধান উপকরণ সোনালি ধানের শিস গোছা প্রতি বিক্রি হচ্ছে পনেরো থেকে কুড়ি টাকা দরে। এক জোড়া পদ্ম ফুলের দাম ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা। লক্ষ্মীপুজোর এই বাজারে নারিকেলের জোড়া বিক্রি

ছয়ের পাতায়

জেপি নাড্ডার প্রস্তাবিত সফর নিয়ে বিজেপি-র প্রস্তুতি

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : ফের পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। এবার তাঁর সফর দক্ষিণবঙ্গে। তাঁর প্রস্তাবিত সফর নিয়ে বৃহস্পতিবার বসে বিজেপি-র প্রস্তুতি বৈঠক। ঠিক কোন প্রেক্ষাগৃহে, কতক্ষণ ধরে হবে নাড্ডাজীর সভা, করোনার সতর্কতা কীভাবে, কতটা মানা হবে, কারা আমন্ত্রিত থাকবেন, আজকের বৈঠকে আলোচনা হয় সে সব নিয়ে।

তাঁর সফর সূচি জানিয়ে এদিন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ জ্যাঙরায় সাংবাদিকদের বলেন, যেভাবে উনি উত্তরবঙ্গে বৈঠক করেছেন, সেভাবে আগামী ৬ ও ৭ নভেম্বর দক্ষিণবঙ্গের দুটি জোন রাঢ়বঙ্গে বর্ধমান-বীরভূম জোন এবং মেদিনীপুর-হুগলি এই জোনে সভা করবেন। দু'দিন আলাদা আলাদা সাংগঠনিক বৈঠক হবে।

উল্লেখ্য, ১৯ অক্টোবর বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা একদিনের সফরে শিলিগুড়িতে এসেছিলেন। ফের তিনি রাজ্যে আসছেন নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। ফলে একমাসের মধ্যে জেপি নাড্ডার এটা দ্বিতীয় রাজ্য সফর।

দ্বিতীয়বার ডায়ালিসিস হবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি স): সংকটজনক হলেও আগের থেকে কিছুটা স্থিতিশীল বর্ষিয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় শারীরিক অবস্থা। আজ বৃহস্পতিবার দ্বিতীয়বার ডায়ালিসিস হবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের এমনটাই খবর বেলভিউ হাসপাতাল সূত্রে।

গত ৬ অক্টোবর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তখন জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন অভিনেতা। কিন্তু পরবর্তীকালে জ্বর কমে যায় অভিনেতার। সুস্থ ছিলেন কিন্তু এরই মাঝে ফের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় অভিনেতার। ফলে এখনও বেলভিউ হাসপাতালে চিকিৎসারত অভিনেতা। বৃহস্পতিবার চিকিৎসকদের ডাকে চোখ খুলেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। বেলভিউ হাসপাতাল সূত্রে খবর,রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কম, রক্ত দেওয়া হয়েছে তাঁকে। সঙ্কটজনক থাকলেও, গত ৪৮ ঘণ্টায় হয়নি কোনও অবনতি।তবে, বৃহস্পতিবার হবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় ডায়ালিসিস। এছাড়াও আরও একবার ডায়ালিসিস হতে পারে অভিনেতার। সেই ডায়ালিসিস দরকার কি না তা তখন হবে মূল্যায়ন। স্নায়ুর সমস্যা কেটেছে খানিকটা।

মুখ্যমন্ত্রী যত রক্ত ঝরাবেন অন্তত বিজেপির শক্তি বাড়বে, জগদ্দলে দাবি লকেটের

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি. স.): মুখ্যমন্ত্রী যত বিজেপির রক্ত ঝরাবেন তত বেশি বিজেপির শক্তি বাড়বে। বৃহস্পতিবার জগদ্দলে মিলন হালদারের বাড়ি গিয়ে এই মন্তব্য করেন বিজেপি-র সাধারণ সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায়।

ছয়ের পাতায়

বৈধ ফ্ল্যাটে ঢুকতে না পেরে 'দিদিকে বলো'-তে আর্জি অবসরপ্রাপ্ত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): খোদ কলকাতায় নিজের বৈধ ফ্ল্যাটে ঢুকতে না পেরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সাহায্য চাইলেন প্রদীপ মল্লিক নামে এক অবসরপ্রাপ্ত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট।

'দিদিকে বলো'-তে সমস্যার কথা জানিয়েছেন প্রদীপবাবু। তিনি লিখেছেন, "দিদি আপনি আমাদের অতি প্রিয় ও পরম শ্রদ্ধার নেত্রী, বাংলার পরম গর্ব ও আমাদের সবচেয়ে বড় ভরসা। একটি বিশেষ জরুরি ব্যাপারে আমি আপনার হস্তক্ষেপ প্রার্থী। আমার বয়স ৬৩ বৎসর। কতদিন বাঁচবো জানি না। সারা জীবন বাংলার বাইরে বাইরে যেমন গুরগাঁও, ঢাকা ইত্যাদি জায়গায় দ্বায়িত্বশীল পদে কর্মরত ছিলাম। ২০ মার্চ থেকে আমি কলকাতায় ফিরে এসেছি। আমাদের শরিকি বাড়ি (২৫ জনক রোড, কলিকাতা ৭০০ ০২৯) লেক মার্কেট অঞ্চলে মাকে সঙ্গে নিয়ে থাকি। এ ছাড়া বেহালা অঞ্চলে (৫১/১/২৫ ব্রজেন মুখার্জী রোড, কলিকাতা ৭০০ ০৩৪, ওয়ার্ড নং ১১৯) আমার দুই কামরার দুটি ফ্লাট আছে যা আমার মা আমাকে ২০১৪ সালে রেজিস্টার্ড গিফট মাধ্যমে দান করেন। আমার ফ্লাট দুটো দোতলায় এবং বন্ধ অবস্থায় রাখা আছে। এই বাড়িটি দুই তলা এবং ফ্ল্যাট সিস্টেমে প্রতি তলায় দুই কামরার দুইটি করে ফ্লাট আছে। একতলায় একই রকম দুটি ফ্ল্যাটে মায়ের অনুমতিক্রমে আমার একমাত্র ভাই বসবাস করে। যেহেতু সে ওই বাড়ীতে বসবাস করে ও ওই বাড়ির দখলে আছে, কমন ঢোকার দরজায় (যা আগে কোলাপ্সিবল গেট ছিল) লোহার শিট দেওয়া দরজা বসিয়ে সম্পূর্ণভাবে নিজের কব্জায় রেখেছে। ৫ ই অক্টোবর "২০ যখন (এই লক ডাউন এর পরে) আমি আমার দোতলার ফ্লাটে যেতে চাই, আমাকে কমন গেট কিছুতেই খুলে দেয়না। আমার মা (৮৫ বছর বয়স্ক ও অসুস্থ) তাকে সদুপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাতে সে কর্ণপাত করে না। প্রায় আধ ঘন্টা অপেক্ষা করে আমি চলে আসতে বাধ্য হই। স্থানীয় থানায় ঘটনাটি লিখিত ভাবে জানাই। পরে আমাদের স্থানীয় কাউন্সিলর শ্রদ্ধেয়া অশোকা মন্ডল দি কেও জানাই। আমার আইনজীবীর মাধ্যমে আমার ভাই ও মাকে চিঠিও দিই। কিন্তু এ পর্যন্ত তার কোনও ফল হয় নি। আমার ভাইয়ের স্ত্রী ও ভাই আমার সন্তান সম (আমার ভাই আমার থেকে ১৬ বছরের ছোট ও তার স্ত্রী প্রায় ২০ বছরের ছোট) আমার ওপর তাদের এই অন্যায় অত্যাচার আমাকে অত্যন্ত মানসিক চাপ সৃষ্টি করেছে আমি কি জীবদ্দশায় তাহলে আর আমার ফ্ল্যাটে ঢুকতে পারবো না? দিদি আমি অত্যন্ত অসহায় বোধ করছি। আমি জানি আপনি চাইলেই এ সমস্যার আশু সমাধান সম্ভব। আমি আমার পরম শ্রদ্ধেয় দিদির কাছে বিনীতভাবে এই ব্যাপারে সত্বর হস্তক্ষেপের প্রার্থনা করছি। প্রণাম জানবেন।

বাগুইয়াটি জোড়া মন্দিরের কাপড়ের শোরুমে আগুন, হতাহতের খবর নেই

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি. স.):পুজোর পরে ফের অগ্নিকাণ্ড শহরে। গতকাল সল্টলেকের একটি ব্লগের প্যান্ডেলে আগুন লাগার পর বৃহস্পতিবার সকালে আচমকাই আগুন লাগল বাগুইয়াটি জোড়া মন্দির কাপড়ের শোরুমে। আপাতত দমকলের তিনটি ইঞ্জিনের সাহায্যে আগুন নেভানোর কাজ চলছে।

বৃহস্পতিবার সকালে আচমকাই বাগুইয়াটি জোড়া মন্দির কাপড়ে শোরুমে আগুন লাগে। মুহূর্তে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। কালো ধোঁয়ায় ভরে যায় চারিদিক। এরপর দমকলে খবর দেওয়া হলে তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভানোর কাজ চালাচ্ছে। যে শোরুমে আগুন লেগেছে সেটি একটি অভিজাত ও আবাসনের নিচের তলায় অবস্থিত। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ আবাসনের বাসিন্দারা উপর থেকে সকলেই আতঙ্কে নিচে নেমে আসে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় জ্বলছে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ। তবে এখনো কোনো হতাহতের খবর নেই।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

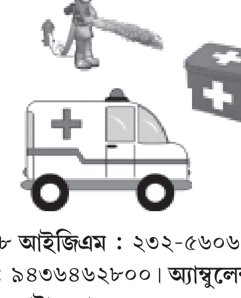

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অসমে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ২,০৫,২৩৭, মৃত্যু আরও তিনজনের

গুয়াহাটি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : অসমে করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ইতিমধ্যে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দুই লক্ষ পাঁচ হাজার অতিক্রম করেছে। তবে করোনায় সংক্রমিতের হার বিগতদিনের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। রাজ্যে বুধবার রাত পর্যন্ত ৪৪৮ জন নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এ নিয়ে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,০৫,২৩৭। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সর্বাধিক ১১৮ জনই কামরূপ মহানগর জেলার। এদিকে গতকাল ১,৪৮৭ জন করোনা-আক্রান্ত রোগীকে সুস্থ বলে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া করোনায় সংক্রমিত হওয়ার পাশপাশি মৃত্যুবরণকারীর সংখ্যাও বাড়ছে। বুধবার রাত পর্যন্ত আরও তিনজন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁদের নিয়ে অসমে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা ৯১৭ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মাই গতকাল রাতে তাঁর টুইটার হ্যান্ডলে এই খবর দিয়েছেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, বুধবার মোট ২৬,১৫০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। এর মধ্যে নতুন ৪৪৮ জনকে করোনায় আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। পরীক্ষার তুলনায় গতকাল সক্রিয় আক্রান্তের হার ছিল ১.৭১ শতাংশ। এর আগের দিন মঙ্গলবার এই হার ছিল ১.৫৪ শতাংশ। আজ এই খবর লেখা পর্যন্ত রাজ্যে সক্রিয় কোভিড পজিটিভ রোগীর সংখ্যা ১১,৮০৩। বিভিন্ন হাসপাতালে তাঁরা চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে অসমে এখন পর্যন্ত চিকিৎসার পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন মোট ১,৯২,৫১৪ জন। আরোগ্য লাভের হার ৯৩.৮০ শতাংশের পাশাপাশি সক্রিয়ের সংখ্যা ৫.৭৫ শতাংশ। এছাড়া মৃতের হার ০.৪৪ শতাংশ।

অসমে বুধবার যে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের নাম প্রকাশ করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। নিহতরা যথাক্রমে কামরূপ মহানগর জেলার অনিমারানি দেব (৬৫), গোলাঘাটের প্রবীণ শ্যাম (৮৩) এবং বিজয় পাঠক (৫৮)। নিহতদের প্রতি গভীর শোক ব্যক্ত করে তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট নিয়ে সমন, সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা চপেটাঘাতের সামিল, দাবি তথাগত রায়ের

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি. স.) : সামাজিক মাধ্যমে আপত্তিকর পোস্ট করার দায়ে দিল্লি থেকে সমন করা নিয়ে কড়া সমালোচনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার বিষয়টিকে তৃণমূল সরকারের কাছে চপেটাঘাতের সামিল বলে মন্তব্য করলেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। তদাগতবাবু টুইটে লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গে এরকম ব্যাপার শুরু হয়েছে অম্বিকেশ মহাপাত্রের সময় থেকে। সে সময় পিসি এটিকে সাইবার অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন।" উল্লেখ করা যেতে পারে, পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীনেশ ত্রিবেদী ও মুকুল রায়কে নিয়ে তৈরি রঙ্গচিত্রটি ই-মেলে 'ফরওয়ার্ড' করে বিতর্ক তৈরি করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র। ২০১২-র ১২ মে দলের নেতা-কর্মীদের সামনে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, তাঁর সঙ্গে দীনেশ ত্রিবেদী ও মুকুল রায়কে নিয়ে তৈরি রঙ্গচিত্রটি ই-মেলে 'ফরওয়ার্ড' করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র 'অপরাধ'ই করেছিলেন। কারণ,ওই ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে পরোক্ষে তাঁকে 'খুনি' বলা হয়েছিল। সে কারণেই বিষয়টি 'সাইবার অপরাধে'র পর্যায়ভুক্ত।

বাগনানে ঢুকতে বাধা পেয়ে চরম হুঁশিয়ারি সৌমিত্র খাঁর

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : দলীয় নেতার মৃত্যুর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিজেপির ডাকা ১২ ঘণ্টার বন্‌ধে উত্তপ্ত বাগনানে দলের রাজ্য যুব সভাপতি সৌমিত্র খাঁকে ঢুকতে বাধা দেয় পুলিশ। তাতে অশান্তির সূত্রপাত হয়। সৌমিত্রবাবু হুঁশিয়ারি দেন, 'এবার গোটা হাওড়া জ্বলবে'। বিজেপি-র কর্মী-সমর্থকরা বাগনান থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে। টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। বাগনান থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করেন তাঁরা। পালটা এলাকায় শান্তি মিছিল করে তৃণমূল।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বাগনানে কিছু দোকানপাট মোটামুটি খোলাই ছিল। অটোর দেখাও মিলেছে। মোটের উপর কার্যত সচলই ছিল বাগনান। বন্ধ দোকানগুলো অবিলম্বে খোলার দাবি করে তৃণমূল পথ পরিক্রমা করে। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বদলে যায় চেহারা।

দাবি লকেটের

পাচের পাতার পর

বিজেপি-র অভিযোগ, এই অষ্টমীতে জগদ্দলের বিজেপি কর্মী মিলন হালদারকে টিএমসি"র গুন্ডারা মারে। দুর্গা পুজোতেও এই রাজ্যের নির্মমতা একজন মায়ের সন্তানকে কেড়ে নিল।

লকেট চট্টোপাধ্যায় মিলন হালদারের বাড়ি গিয়ে তার পরিবারকে সঠিক বিচার পাওয়ার আশ্বাস দেন। লকেট জগদ্দলে অভিযোগ করেন, "সরকারি প্রশাসনকে পুরো ব্যবহার করা হচ্ছে বিজেপিকে আটকাতে। এর জন্য আমরা উদ্বিগ্ন, বাংলার মানুষ উদ্বিগ্ন। ক্ষমতা হারানোর মুখে নিরীহ মানুষদের ওপর হত্যালীলা চালানো হচ্ছে।" লকেট, দলের রাজ্য সম্পাদক ফাল্গুনি পাত্র প্রমুখ আজ শ্যামনগরের চন্ডীতলায় কাউগাছিতে মিলন হালদারের বাড়িতে যান। জগদ্দলের এই ঘটনায় তিনজন এই মৃত্যুর জন্যই তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তুলেছে বিজেপি। এদিকে, এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে শাসকদল বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্বকেই দায়ী করেছে।

বাজারে আগুন

পাচের পাতার পর

হচ্ছে আশি থেকে একশো টাকায়।

এদিকে বাজারে চড়া মূল্যিবৃদ্ধি সম্পর্কে স্থানীয় একাংশ ব্যবসায়ীদের প্রশ্ন করলে তাঁরা জানান, প্রয়োজনের তুলনায় সামগ্রীর যোগান কম থাকায় স্বাভাবিক ভাবে জিনিসের দাম বেড়েছে। তবে বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বিভিন্ন ভুক্তভোগী ক্রেতাদের অভিযোগ, সামগ্রীর উৎপাদনের অভাব দেখিয়ে সুযোগ বুঝে একাংশ অসাধু ব্যা বসায়ী ক্রেতাদের পকেট কাটছেন। অথচ বিষয়টি নিয়ে প্রশাসন তথা জেলা খাদ্য ও অসামরিক বিভাগ নিশ্চুপ দেখে হতবাক জনতা।

হেলিকপ্টারের

পাচের পাতার পর

হেলিকপ্টারে ছিলেন নীলকান্ত বক্সীও।

প্রায় ৪০ মিনিট ওড়ার পর হেলিকপ্টারে প্রযুক্তিগত ত্রুটি দেখা দেয়। ওই হেলিকপ্টার অবতরণ করার কথা ছিল বেহতিয়া বিমানবন্দরে, কিন্তু কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে পাটনা বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করে মনোজের হেলিকপ্টার। মনোজ ও নীলকান্ত উভয়েই নিরাপদে আছেন।

মহিলা সংগঠন

তিনের পাতার পর

সরকারের কাছে তাঁদের দাবি-দাওয়াগুলো হচ্ছে নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ ঠেকাতে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা, আদালতে বিচারাধীন ধর্ষণ এবং হত্যা মামলাগুলো ফাস্ট-টর্যাক আদালতে নিয়ে শীঘ্রই বিচার করা এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া, নারী ও শিশুর সুরক্ষায় কড়া আইন প্রণয়ন করা, উত্তরপ্রদেশের হাথরসের ঘটনায় ভুক্তভোগীদের ন্যায় দেওয়া, পিতৃসত্তা এবং জাতিবাদ নির্মূল করা ইত্যাদি।

এদিন চার মহিলা সংগঠনের প্রায় অর্ধশতাধিক মহিলা সদস্য বেলা ১১টা থেকে ১-টা পর্যন্ত মহানগরের রাস্তার ধারে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। হাতে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে, মুখে বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে পরিবেশ উত্তাল করে তুলেছিলেন তাঁরা।

জমি রেজিস্ট্রেশন এখন আরো সহজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরার জমির সঠিকভাবেই ম্যানেজমেন্ট এবং আধুনিকতম প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র এগুলোকে আরো সহজতর উপায়ে জমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনগণকে সুবিধা প্রদান করতে একটার পর একটা প্রকল্প রূপায়ণ করে চলেছে রাজ্য রাজস্ব দপ্তর। ইতিমধ্যে রাজ্যে চালু করা হয়েছে ই-স্টাম্পিং ব্যবস্থা। যাতে করে জমি রেজিস্ট্রেশন এখন আরো সহজতর হয়েছে।

একই সঙ্গে সরকার চাইছে রাজ্যের ভূমি সংক্রান্ত আইনের সংশোধনীর মাধ্যমে তাকে আরো সহজতর করা। ইতিমধ্যেই ১২ তম সংশোধনের কাজ শুরু হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই তা শেষ হয়ে যাবে। জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে সাধারণভাবে যারা জমির মালিক রয়েছে তারা অনেক তথ্যই জানতে পারছেন না। এতে করে অনেক বিভিন্ন রকমের অসুবিধা সম্মুখীন হচ্ছেন তারা। আগে পর্চা পেতে বহু কষ্ট করতে হত। এখন এই হয়রানি বন্ধ হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে এই কার্যক্রম চলছে। এই কমন সার্ভিস সেন্টার গুলি রাজধানী, জেলাসদর, মহকুমা সদর গুলিতে রাখলেই চলবে না তাকে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে এই কমন সার্ভিস সেন্টার চালু করা হচ্ছে। ল্যান্ড ব্যাংকের জন্য এই পরিষেবা অত্যন্ত জরুরী।সরকারের কাছে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে আরো সহজতর হবে ল্যান্ড ব্যাংকের মাধ্যমে। ভূমি অধিগ্রহণ করা যেতে পারে এই ল্যান্ড ব্যাংক থাকলে পরে। ল্যান্ড ভ্যালুয়েশন আপডেট করা হচ্ছে। জমির দাম ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান ব্যবস্থার মাধ্যমে গত ৩০ বছরে জমির রেকর্ড এখন সহজেই পাওয়া যাবে। নামজারি ক্ষেত্রে এখন অসুবিধা হবে। এই সমস্ত সমস্যার কথা বিবেচনা করে রাজ্য সরকার চাইছে জমি যখন হস্তান্তর হবে তখন যেন মিউটেশন একই রকমভাবে হয়ে যায়।

বৃহস্পতিবার মহাকরণে একথা জানান রাজস্ব মন্ত্রী এনসি দেববর্মা। এদিন মহাকরণে কমন সার্ভিস সেন্টার থেকে নামজারির বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করেন মন্ত্রী এনসি দেববর্মা। এদিন একটি মৌ স্বাক্ষরিত হয় মন্ত্রী এনসি দেববর্মার উপস্থিতিতে। রাজ্যে মোট কমন সার্ভিস সেন্টারের সংখ্যা ১০৯৭ টি। উপস্থিত ছিলেন রাজস্ব দপ্তর আধিকারিক সহ অন্যান্যরা।

৩৬ শান্তিরবাজার বিজেপির মন্ডল কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিজয়া সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৯ অক্টোবর।।প্রত্যেক বছর বিজয়া দশমীর পর বিজেপির উদ্দ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় বিজয়া সম্মেলন। আজকে পুনরায় বিজয়া উপলক্ষ্যে ৩৬ শান্তির বাজার মন্ডল বিজেপির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় বিজয়া সম্মেলন। আজকের এই বিজয়া সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ৩৬ শান্তির বাজার মন্ডলের মন্ডল সভাপতি শ্যামলাল দেবনাথ, বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির সাধারন সম্পাদক তথা দক্ষিন জেলার প্রভারি টিঙ্কু রায়, বিজেপির দক্ষিন জেলার সভাপতি তথা সাব্রুম বিধানসভার বিধায়ক শঙ্কর রায় সহ জেলা কমিটির নেতৃত্বরা। আজকের এই সম্মেলন সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে ৩৬ শন্তির বাজার বিজেপির মন্ডল সভাপতি শ্যামলাল দেবনাথ জানান এই বছর শারদীয় দূর্গোৎসবে শান্তির বাজার মন্ডলের পক্ষথেকে যে আবেদন রাখাহয়েছে তা লোকজন স্বতস্ফূর্তভাবে পালন করেছে। সকলে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে ভারত সরকারের ও রাজ্য সরাকারের নির্দেশিকাকে মান্যতাদিয়ে চলেছে তার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান মন্ডল সভাপতি। তার পাশাপাশি অগ্রীম কোজাগরী লক্ষীপূজার ও দ্বীপাবলীর শুভেচ্ছা জানান। অপরদিকে আজকে এই সম্মেলনে বক্তব্যরাখতে গিয়ে টিঙ্কু রায় জানান সরকারের নির্দেশিকা মেনে সকলে সরকারকে সহযোগিতা করে ত্রিপুরার লোকজন এই দূর্গা পূজা শান্তিপূর্নভাবে সমাপ্তি করেছেন। তিনি আশাবেক্ত করেন আগামী বছর ব্যাপক উৎসাহের মধ্যদিয়ে দূর্গা পূজা করাযাবে। টিঙ্কু রায় এই পূজায় সাংবাদিকরা সঠিক দায়িত্ব পালন করার জন্য ধন্যবাদ জানান। তারপাশাপাশি সকলকে কোজাগরী লক্ষীপূজা ও দ্বীপাবলীর অগ্রিম শুভেচ্ছা জানান। আজকের এই সম্মেলনের মধ্যদিয়ে বিধায়ক শঙ্কর রায় এই মহামারি চলাকালিন ও দূর্গা পূজায় সাংবাদিক ও ডাক্তারের ভূমিকায় প্রসাংশা জানান। তিনি জানান সকলে যখন পূজার আনন্দে মাতোয়ারা সেই সময় সাংবাদিক ও ডাক্তাররা সকলের স্বার্থে কাজ করেযাচ্ছেন।

দেশে

● প্রথম পাতার পর

লাফিয়ে বাড়ছে। ভারতে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত করোনা-আক্রান্ত ১,২০,৫২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৫১৭ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭,৩১, ৫৯,৮৯ জন (৯০.৯৯ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৬,০৩,৬৮৭ জন (৭.৫১ শতাংশ) করোনা-রোগী।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

মামলা নেওয়া হয়েছে। ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ওই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ছোট ভাই

● প্রথম পাতার পর

ধরেই বিবাদ চলছিল। পারিবারিক বিবাদের জেরে বড় ভাই ধারালো অস্ত্র দিয়ে ছোট ভাইকে আঘাত করে। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে রক্তাক্ত হয় ছোট ভাই।এ ব্যাপারে থানায় একটি সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তকে খুঁজছে। ঘটনার পর থেকে সে পলাতক। অভিযুক্তকে গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

মিছিল

● প্রথম পাতার পর

হয়ে কথা বলছে। আর উত্তর প্রদেশ থেকে ত্রিপুরা রাজ্য কোন অংশে কম নয়। কারণ গত মঙ্গলবার নিশ্চিন্তপুরের দলিত লোকশিল্পী শ্লীলতাহানি ঘটনা প্রমাণ করে দেয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সরকার এবং পুলিশের কোন ভূমিকা নেই। কারণ অভিযুক্তরা শাসকদলের দুষ্কৃতি। ইতিমধ্যে যদি এ ধরনের নারী সংক্রান্ত ঘটনা বন্ধ করতে সরকার কোনো ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ না করে তাহলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

৯১.৮০ শতাংশ

আটের পাতার পর

জন। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২,১৬,৩৫৩ জন করোনা-রোগী (৯১.৮০ শতাংশ)। বুধবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১৭,৯৭৯ জন। ২৮ অক্টোবর সারাদিনে তেলেঙ্গানায় ৪১,৯৬২টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

বেহাল অবস্থায় রয়েছে ক্রীড়া সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৯ অক্টোবর।। বাম জামানায় ক্রীড়া কে এগিয়ে নিতে সক্রি হয়েছিল মন্ত্রী শহিদ চৌধুরী। কিন্তু বক্সনগর ক্রীড়া প্রেমী ভাই বোনদের উদ্দেশ্যে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে ক্রীড়া সাজ সরঞ্জাম ক্রয় করেন। বক্সনগর মিনি স্টেডিয়াম সংলগ্ন একটি দালান পাকা বাড়ি তৈরি করেন। বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতি প্রতিনিধি অথবা পঞ্চায়েত প্রতিনিধির ক্রীড়া দপ্তরের নেই কোন সঠিক চিন্তা ভাবনা। ফলে ঘরের দরজা জালানা খুবই আশঙ্কা জনক অবস্থায় রয়েছে। ঘরের ছাউনি দিয়ে জল পড়ছে। কয়েক লক্ষ টাকার ক্রীড়া সামগ্রী নষ্ট হতে চলেছে। উক্ত বিষয় নিয়ে গোটা এলাকাজুড়ে ছড়িয়েছে ক্ষোভ।

৫৩১৫ জন যৌনকর্মীকে বিনামূল্যে রেশন দেবে নাগাল্যান্ড সরকার

কোহিমা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : নাগাল্যান্ডে ৫,৩১৫ জন যৌনকর্মীকে বিনামূল্যে শুকনো রেশন দেবে রাজ্য সরকার। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নাগাল্যান্ড সরকার এই পদক্ষেপ নিতে চলেছে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্ট ওই নির্দেশ দিয়েছিল।

আদালতে নাগাল্যান্ড সরকারের পক্ষে আইনজীবী জানিয়েছেন, যৌনকর্মীদের বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা রয়েছে। সমস্ত পদ্ধতি অনলাইন হওয়ায় কিছু সমস্যা হচ্ছে। তাতে আদালতের বক্তব্য, অনলাইন পদ্ধতিতে আরও দ্রুততার সাথে সমস্ত কাজ হওয়ার কথা। আদালত বলেছে, দেশের অধিকাংশ রাজ্যই যৌনকর্মীদের বিনামূল্যে রেশন সরবরাহ করছে। আদালতের সাফ কথা, মানবিকতার দৃষ্টিতে যৌনকর্মীদের বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা উচিত। ফলে, নাগাল্যান্ড সরকার এবার রাজ্যের ৫,৩১৫ জন যৌনকর্মীকে বিনামূল্যে শুকনো রেশন দেওয়ার বন্দোবস্ত করছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

আগরতলা বিমানবন্দরের নাম মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। পাশাপাশি ককবরক ভাষাকে মর্যাদা দিয়ে বড়মুড়া পাহাড়ের নাম হাতাইকতর করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী দেশের নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতির কথা উল্লেখ করে বলেন, এই শিক্ষানীতিতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত নিজ মাতৃভাষায় পড়ার সংস্থান রয়েছে। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বিশেষ করে টিটিএএডিসি এলাকায় নতুন সড়ক নির্মাণের জন্য ২০০ কোটি টাকার একটি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মঞ্জুরীর জন্য পাঠানো হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যে রাজ্যে জাতীয় সড়কের উন্নয়নে ৯টি প্রকল্পের শিলান্যাস হয়েছে। এই নয়টি প্রকল্পে ব্যয় হবে ২,৭৫২ কোটি টাকা। একই সঙ্গে আগামী এক বছরের মধ্যে রাজ্যের সড়ক উন্নয়নে আরও প্রায় ৭,৫০০ কোটি টাকার প্রকল্প মঞ্জুরীর জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি পরিবারে পানীয়জল সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার অটল জলধারা প্রকল্প রূপায়ণ করছে। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী তার ভাষণে রাজ্যে চালু হওয়া মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন' প্রকল্পের বিস্তারিত সুযোগ সুবিধাগুলি তুলে ধরে বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে একদিকে দুগ্ধ উৎপাদনে যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া যাবে অন্যদিকে উদ্বৃত্ত দুধ বিক্রি করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও সুনিশ্চিত হবে। তিনি আশা ব্যক্ত করেন খুব কম সময়ে করনো অতিমারি থেকে বেড়িয়ে এসে ত্রিপুরা আগামী দিনে শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে গড়ে উঠবে।

মহিলা

● প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতির জন্য দোষারোপ করতেও শুনা গেছে। বেশ কয়েকজন যুবক মিলে রাতের বেলায় এক যুবতী ও তার সঙ্গী যুবককে চরম হেনস্তার ভিডিও ভাইরাল হতেই ত্রিপুরায় প্রতিবাদের ঝড় উঠে। ওই নির্যাতিতা যুবতী একজন সংগীত শিল্পী বলে পরিচিতি মিলেছে। তাঁর বাবাও বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিল্পী মহল থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিবাদে ফেটে পড়েছেন। দোষীর গ্রেফতার এবং চরম শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন সবাই। একাংশ শিল্পীগোষ্ঠী গতকাল পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারের কাছে ওই ঘটনার বিচার চেয়ে ডেপুটেশন প্রদান করেছেন। আজ আগরতলায় সিটি সেন্টারের সামনেও ওই ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়েছে বামপন্থী সংগঠন।

এপিপি বিদ্যুৎ সূত্রধর জানিয়েছেন, মহিলা সংগীত শিল্পী-কে শ্লীলতাহানি মামলায় ধৃত চারজনকেই আদালত জামিন দিয়েছে। কারণ, যে ধারায় মামলা রুজু হয়েছে তাতে সাত বছরের কম সাজার বিধান রয়েছে। তিনি জানান, আগামী ৯ নভেম্বর ওই মামলায় পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য্য করেছে আদালত।

বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

বাপের বাড়ির লোকদের ওপর হামলা সংগঠিত করা হয় বলে অভিযোগ। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে খয়ের পুর আউটপোস্ট মৃতার বাপের বাড়ির তরফ থেকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কটুর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের জোরালো দাবি উঠেছে। উল্লেখ্য রাজ্যে গৃহবধূ নির্যাতন এবং হত্যার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এটি একটি ভয়ানক সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। বাপের বাড়ির লোক জনরা পাত্র পক্ষের চাহিদামত পর ও অন্যান্য জিনিসপত্র মিটিয়ে দেওয়ার পরও শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে গৃহবধূরা সুখে স্বাচ্ছন্দে দাম্পত্য জীবন কাটাতে পারছে না।নারী অধিকার সুরক্ষার জন্য সরকার এবং প্রশাসনের তরফ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও কার্যত অধিকার বাস্তবায়িত করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

জনতা

● প্রথম পাতার পর

বাইক নিয়ে সেখানে পৌঁছে। উত্তেজিত জনতা তাদেরকেও আটক করেন। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বাইকগুলো বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে সীমান্ত এলাকায় নিয়ে গিয়েছিল চোরেরা।

ওই এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে বাইক চুরির হিড়িক পড়েছে। সে কারণেই এলাকার জনগণ বাইক চোরদের ধরতে সীমান্ত এলাকায় ওত পেতে বসে থাকেন। মধুপুর থানার পুলিশ ওই চারজনের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে এর আগেও চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ অনেকদিন ধরেই তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য চেষ্টা করে আসছিল। অবশেষে স্থানীয় জনগণের দৌলতে তাদের জালে তোলা সম্ভব হয়েছে।

আকাশছোঁয়া

● প্রথম পাতার পর

হচ্ছে। মূর্তি বিক্রেতাদের বক্তব্য, এ-বছর করোনা-র প্রকোপে সব জিনিসের দাম বেড়ে গেছে। রঙের দাম অস্বাভাবিক বেড়েছে। ফলে, কম দামে মূর্তি বিক্রি করা সম্ভব হচ্ছে না।

একই অবস্থা ফল এবং সবজিতেও। আজ বাজারে ফুলকপি ১৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। আলু ৫০ টাকা এবং পেঁয়াজ কিনতে লেগেছে কেজি প্রতি ৭০ টাকা। তেমনি, মোসাম্বি জোড়া ৪০ টাকা, আপেল ১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই ক্রেতাদের মাথায় বাজ পড়ার উপক্রম। অগ্নিমূল্যের বাজারে মা লক্ষ্মীকে সন্তুষ্ট করার উপায় খুঁজতে গিয়েই কালোঘাম ছুটছে সকলের। তবুও আগামীকাল উৎসবের মেজাজেই মা লক্ষ্মীর আরাধনায় মগ্ন হবেন ত্রিপুরাবাসী।

অঙ্গন

পুলিশকে লাথি মেরে আবার ঘুষ সেধেছিলেন ম্যাগুয়ার

ছুটি মিলেছিল দুই সপ্তাহের। ফুটবলের ব্যস্ত সময়ে দুই মৌসুমের মাঝে বিরতিটা এমনিতেই কম। সেই অল্প সময়টুকুরও বেশ কিছুটা ভাগ বসিয়ে দিয়েছে গ্রিসের পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে মাইকোনোসের এক বারের বাইরে গ্রিক পুলিশের সঙ্গে মারামারি করেছেন হ্যারি ম্যাগুয়ার। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অধিনায়ককে সে ঘটনায় হাজতে নিয়ে গেছে পুলিশ। এর মাঝে খবর এল ২৭ বছর বয়সী ইংলিশ ডিফেন্ডার ও তাঁর সঙ্গীরা নাকি মামলা থেকে বাঁচতে ঘুষও সেধেছিলেন পুলিশকে।আমি বলতে পারব না তারা আমাদের কী বলছিল। কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ নিয়ে সব ইংরেজিতে গালি দিচ্ছিলেন। ফুটবলারসহ তিনজনকে হাজতে রাখা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার মাইকোনোস টাউনের মাতোজিয়ান্নিয়া অঞ্চলে প্রথমে কিছু ভক্তের সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়েছিল ম্যাগুয়ারের। সে ঘটনা সামলাতে আসা পুলিশের সঙ্গেও ঝামেলা পাকিয়েছেন। মারামারি করে পরে হাজতে রাত কাটিয়েছেন। একদিন পেরিয়ে গেলেও এখনো হাজতবাস শেষ হয়নি তাঁর। সেদিনের ঘটনা ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন পুলিশের মুখপাত্র পেত্রোস ভ্যাসসিলাকিস, 'যখন ঝগড়া থামল, তখন দুই পক্ষের মধ্যে এক পক্ষ (ফুটবলারের পক্ষ) পুলিশ অফিসারদের গালাগালি দিতে শুরু করল।

কোম্যান বার্সার কোচ থাকবেন না যদি...

ক্যাম্প ন্যু তে পা রাখতে না রাখতেই বার্সেলোনার রাজনীতির উত্তাপ টের পেলেন রোনাল্ড কোম্যান।টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে কাল আনুষ্ঠানিকভাবে বার্সার নতুন কোচ হয়ে এসেছেন কোম্যান। কিকে সেতিয়নকে ছাঁটাইয়ের দুই দিন পরই তাঁকে কোচ করে আনল বার্সা। এর মধ্যে ক্রীড়া পরিচালককেও ছাঁটাই করেছে বার্সার পরিচালক পর্ষদ। এদিকে বার্সা পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি হোসে মারিয়া বার্তোমেউয়ের ওপর লিওনেল মেসি অসন্তুষ্টএমন খবর চাউর হয়েছে সংবাদমাধ্যমে। মাঠে এবার সাফল্য নেই, দলবদলের বাজারেও মার খেয়েছে বার্তোমেউয়ের নীতি। সব মিলিয়ে তোপের মুখেই আছেন বার্সা সভাপতি। পদত্যাগের দাবি উঠলেও বার্তোমেউ অনড়, আগামী বছর মার্চে সভাপতি নির্বাচনের আগে কিছুতেই পদ ছাড়বেন না।

সব মিলিয়ে এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিকেই কথা বলার জন্য বেছে নিলেন ভিক্টর ফন্ত। নামটা অচেনা লাগতেই পারে। এই ভিক্টর ফন্ত বার্সার আগামী নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী। বর্তমান সভাপতির সমালোচনা যে করবেন তিনি সেটাই স্বাভাবিক। যদিও পরিস্থিতি বার্তোমেউয়ের পক্ষে নেই। চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে ৮-২ গোলে হেরেছে বার্সা। এমন হারের পর মেসি বার্সেলোনা ছাড়তে চান, সে খবরও চাউর হয়েছে। সব মিলিয়ে বার্সার লাগামটা বার্তোমেউয়ের নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হয়ে উঠছে।

এর মধ্যে কোম্যানকে বার্তোমেউ কোচ করে আনার পর মুখ খুলেছেন ফন্ত। 'ক্যাডেনা সার'কে তিনি বলেন, 'আমি সভাপতি হলে কোম্যান কোচ পদে থাকবে না। কোম্যান বার্সেলোনার কিংবদন্তি। তবে তাকে ধন্যবাদ দিতেই হবে কারণ ক্লাব এবং ড্রেসিং রুম এবং সব মিলিয়ে যে জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং যেসব সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তার মধ্যে তিনি দায়িত্ব নেওয়ার চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন। তাকে শুভকামনা জানাতেই হবে এবং আশাকরি তিনি ট্রেবল জিতবেন।' ফন্ত এরপর বার্সাকে খোলনলচে পাল্টে দেওয়ার কথাই বললেন। সেটি অবশ্যই যদি তিনি সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন তারপর, 'শেষ পর্যন্ত যদি তাকে (কোম্যান) দরকার হয় এবং সে নিজেও থাকতে চায়, আমাদের পরিকল্পনায় অবদান রাখতে চায় তাহলে হয়তো দেখা যাবে। কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা হবে প্রতিষ্ঠানের চার্ট মেনে যেটা আমরা দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুত করেছি, সহ সভাপতি থেকে শেষ বয়সভিত্তিক দলের কোচ পর্যন্ত।'

কোচ হিসেবে ফন্ত নিজের পছন্দের ব্যক্তির নামও বলেছেন। তিনি এখন কাতারের ক্লাব আল শাদের কোচ। ঠিকই ধরেছেন বার্সার কিংবদন্তি জাভি হার্নান্দেজ। করোনা মহামারি শুরুর আগে তাঁকে একবার কোচের প্রস্তাব দিয়েছিল বার্সা। কিন্তু জাভি তখন 'প্রস্তুত নন' বলে প্রস্তাবটি এড়িয়ে যান।

তাঁকে নিয়ে ফন্ত বলেন, 'জাভি জানে ক্লাবের সবকিছু একসূত্রে গাঁথতে হবে। বোর্ডের পরিচালক পর্ষদ যাকে এ দায়িত্ব দেয়, আমাদের ক্ষেত্রে সেটি তাকেই (কোচ পদে) দেওয়া হবে।'

মেসির বার্সা ছাড়ার গুঞ্জন নিয়েও কথা বলেছেন ফন্ত। তাঁর মতে, কোচ পদে জাভির অধীনে খেলতে মেসির কোনো সমস্যা না হলে বার্সায় তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়েও কোনো সমস্যা নেই। 'ক্লাবের আর্থিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক ব্যর্থতায় মেসি ভীষণ হতাশ। আশা করি ২০২১ সালে জাভির অধীনে খেলবে মেসি।'

বর্ণবাদের শিকার হয়েছি আমিও: গেইল

যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের নির্যাতনে কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যু প্রবলভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে ক্রীড়াঙ্গনকেও। ফুটবল মাঠে চলছে প্রতিবাদ। এবার ক্রিকেট তারকা ক্রিস গেইল বললেন, ক্রিকেটেও আছে বর্ণবাদের কালো থাবা। তিনি নিজেই হয়েছেন এটির শিকার।

গত বছর নিউ জিল্যান্ড সফরে গিয়ে বর্ণবাদের শিকার হয়েছিলেন ইংলিশ পেসার জফ্রা আর্চার। সেটি নিয়ে তখন আলোড়ন উঠেছিল অনেক। এটির পরেও বর্ণবাদের শিকার হয়েছিলেন বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিযোগ করেছিলেন বারবাডোজে জন্ম নেওয়া এই ক্রিকেটার। গেইল অবশ্য সুনির্দিষ্ট করে বলেননি, কবে বা কোথায় তিনি বর্ণবাদের শিকার হয়েছেন। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলতে গিয়ে এই অভিজ্ঞতা হতে পারে বলে ইঙ্গিত আছে তার কথায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সোমবার রাতে তার অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন গেইল।

" আমি বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করেছি এবং বর্ণবিদ্বেষ মূলক মন্তব্য আমাকেও শুনতে হয়েছে, কারণ আমি কালো। বিশ্বাস করুন, এই তালিকা চলতেই থাকবে।"

" বর্ণবাদ শুধু ফুটবলে নয়, ক্রিকেটেও আছে। এমনকি অনেক সময় দলের মধ্যেও আমাকে বাজে অভিজ্ঞতার শিকার হতে হয়েছে আমি কালো বলে।"

ফ্লয়েডের হত্যার প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিবাদের আগুন। সেই উত্তাপ স্পর্শ করেছে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনকে। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক ক্রীড়াবিদ তো বটেই, এমনকি জার্মান বুন্ডেসলিগার ম্যাচে প্রতিবাদ জানিয়েছেন অনেক। বিশ্বের নানা খেলার আরও অনেক ক্রীড়াবিদও প্রতিবাদ করে চলেছেন নিজেদের জায়গা থেকে।

ইউরো পেছানোয় ইতালির সুবিধা দেখছেন মানচিনি

করোনাভাইরাসের প্রভাবে ইউরো-২০২০ এক বছর পিছিয়ে যাওয়ায় সুবিধা হয়েছে ইতালির, মত রবের্তো মানচিনির। এক বছরে দল আরও অভিজ্ঞ হয়ে উঠবে বলে মনে করেন এই ইতালিয়ান কোচ। করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের আগে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ইতালির প্রস্তুতির সময় চোটে পড়েন মিডফিল্ডার নিকোলো জানিওলো ও জর্জো কিয়েল্লিনি। এরই মাঝে সেরে উঠেছেন ইউভেন্তুস ডিফেন্ডার কিয়েল্লিনি। একই পথে আছেন নিকোলো। তরুণ আরও যারা জাতীয় দলে আছেন তারা বাড়তি এক বছরে আরও অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন বলে গাজ্জেত্তা দেল্লো স্পোর্তকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানান মানচিনি।"ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ছেলেরা আরও অভিজ্ঞ হয়ে উঠবে, যদিও অল্প সময়ের মধ্যে তাদের খেলতে হবে অনেক ম্যাচ। তাদের শারীরিক অবস্থার প্রতি আমাদের গভীর মনোযোগ দিতে হবে। আমি ছেলেদের কাছ থেকে শুনেছি, তারা সবাই খেলায় ফিরতে চায়।"

তিন মাসের বেশি সময় বন্ধ থাকার পর আগামী ২০ জুন আবার শুরু হচ্ছে সেরি আ।

তাঁর শুধু রোনালদোর ইচ্ছাশক্তিটাই ছিল না

কথাগুলো ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর। তখন স্পোর্টিং লিসবন ছেড়ে পর্তুগিজ তারকা তখন মাত্র কদিন হলো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে এসেছেন, সামনে থাকা সাংবাদিকদের তখন কথাগুলো বলেছিলেন। রোনালদো কাউকে নিজের চেয়েও ভালো বলছেন, চমকে দেওয়ার মতো ঘটনাই বটে! কিন্তু যে খেলোয়াড়কে নিয়ে রোনালদো কথাগুলো বলেছেন, তাঁর নাম কজন শুনেছেন এর আগে?ফাবিও পাইম! রোনালদোরই স্বদেশি, বয়সে ৩৫ বছর বয়সী রোনালদোর চেয়ে তিন বছরের ছোট। রোনালদোর মতোই উইঙ্গার। কিন্তু তিনি কেমন খেলোয়াড়, কোথায় খেলেনতা জানা থাকলে নিজেকে আপনি ফুটবলের দুপেয়ে 'জ্ঞানকোষ'দাবি করতেই পারেন। ফুটবলের অনেক তারকার অকালে ঝরে যাওয়ার আরেকটি জ্বলজ্বলে উদাহরণ হয়ে থাকা নামই এটি।রোনালদো যেখানে ফুটবল ইতিহাসেরই সেরাদের একজন, অনেক বছর আগে রোনালদোই যাঁকে তাঁর চেয়ে ভালো দাবি করেছেন, সেই পাইমের ক্যারিয়ার কেটেছে অ্যাঙ্গোলা, কাতার, চায়না, মাল্টা, লিথুয়ানিয়া বা লুক্সেমবার্গের ক্লাবে। ২০০৭ থেকে শুরু পেশাদার ক্যারিয়ারে এ নিয়ে ১৯টি ক্লাবে ঘুরেফিরে খেলেছেন। আর জাতীয় দলে খেলা? অনূর্ধ-১৬ থেকে অনূর্ধ-২১...বয়সভিত্তিক সব দলে খেলা হলেও কখনো মাড়ানো হয়নি পর্তুগালের জাতীয় দলের দরজা! মাত্র ১৬ বছর বয়সে স্পোর্টিংয়ে মাসে ১ লাখ ৫০ হাজার ইউরো বেতন পেতে লাগলেন পাইম। অথচ তখনো পেশাদার ফুটবলে অভিষেকই হয়নি তাঁর।ফুটবলে কম বয়সেই কাউকে নিয়ে 'হাইপ' বা ব্যাপক সাড়া পড়ে যাওয়া, অনেক অর্থ হঠাৎ হাতে পেয়ে যাওয়া কী বড় ক্ষতির কারণ হয়ে আসতে পারে, তার আরেকটি দলিল হতে পারে পাইমের ক্যারিয়ার। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে পর্তুগালের সবচেয়ে বড় প্রতিভাগুলোর একটি ছিলেন, আলো ছড়াচ্ছেন স্পোর্টিং লিসবনের একাডেমিতে। যে একাডেমি থেকেই উঠে এসে স্পোর্টিংয়ের জার্সিতে আলো ছড়াতে না ছড়াতেই রোনালদোকে নিয়ে গেছে ইউনাইটেড।মাত্র নয় বছর বয়সে স্পোর্টিংয়ের একাডেমিতে আসা। সেখানে রোনালদোর সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর, সেই দেখা থেকেই পাইমের প্রতিভায় রোনালদোর মুগ্ধ হওয়া। দুজনে অবশ্য বন্ধুত্ব তেমন ছিল না, বয়সভিত্তিক পর্যায়ে একই দলে না খেললে বন্ধুত্ব সেভাবে গড়ে ওঠা কঠিনই বটে। একাডেমিতে দুজনকে ঘিরেই বড় আশা ছিল। কিন্তু সেই একাডেমি থেকে বেরিয়ে রোনালদোর ক্যারিয়ার যেখানে একের পর এক চূড়া পেরিয়েছে, পাইমের ক্যারিয়ার মুখোমুখি হয়েছে একের পর এক পাহাড়ধসের।

হয়তো বয়সের একটু আগেই পাইমের ক্যারিয়ার চলে এসেছিল পাদপ্রদীপে, সেটিই কাল হয়েছে তাঁর জন্য। রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মতো ইউরোপের বড় বড় ক্লাব টিনএজার (১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সী) পাইমকে পরখ করে চলছিল নিয়মিত। কিন্তু রোনালদোকে 'মাত্র' ১ কোটি ২০ লাখ পাউন্ডে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কাছে বিক্রি করা স্পোর্টিং ভেবেছিল পাইমকে ধরে রাখবে। হয়তো এখানে থেকেই পাইম নাম কামালে তাঁকে আরও বেশি দামে বিক্রি করার পরিকল্পনা ছিল তাদের। তা পাইমকে ধরে রাখার ইচ্ছা থেকেই অনেক তরুণ বয়সেই অনেক অর্থ দিতে থাকে স্পোর্টিং। যে পাইমের এর কয়েক বছর আগে ফুটবল বুট কেনার টাকা ছিল না, সেই পাইম মাত্র ১৬ বছর বয়সে স্পোর্টিংয়ে মাসে ১ লাখ ৫০ হাজার ইউরো বেতন পেতে লাগলেন। অথচ তখনো পেশাদার ফুটবলে অভিষেকই হয়নি তাঁর। ভাবা যায়!

'১৬ বছর বয়স থেকেই অনেক টাকা পেতে শুরু করি আমি। তখনই স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে একটা চুক্তি ছিল আমার। স্পোর্টিংয়ের মূল দলের খেলোয়াড়দের চেয়েও বেশি পেতাম আমি। কারণ সে সময়ে অনেক ক্লাবই আমাকে চেয়েছিল'২০১৭ সালে ব্রাজিলের পত্রিকা গ্লোবো এস্পোর্তেতে বলেছিলেন পাইম। পেছন ফিরে পাইমের মনে হয়, 'টাকার সঙ্গে এর আগে আমি অভ্যস্ত ছিলাম না। যখন খেলা শুরু করেছিলাম, আমার বুটও ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করেই সবকিছু ঘটতে লাগল। আমি এত কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।' 'যদি আপনাদের মনে হয় আমি ভালো খেলোয়াড়, তাহলে ফাবিও পাইমকে দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।'

মজার ব্যাপার হচ্ছে, স্পোর্টিং তাঁকে অনেক টাকা দিলেও মূল দলে তাঁকে খেলাচ্ছিল না। আশ্চর্যজনকভাবে ১৯ বছর বয়সে তাঁকে একাডেমি থেকে মূল দলে ওঠালেও এখানে সেখানে ধারে পাঠাতে থাকে। প্রথম তিনটি ক্লাব পর্তুগালেই। প্রথমে অলিভাইস মোস্কাভিদে, এরপর ত্রোফেন্সে, তারপর পাকোস ফেরেইরা। কিন্তু ২০০৮ সালে তাঁকে চেলসিতে ধারে পাঠানোই সম্ভবত সবচেয়ে বড় চমক হয়ে এসেছে। যে পাইম স্পোর্টিংয়েরই মূল দলে সুযোগ পাচ্ছিলেন না, সেই তিনিই ল্যাম্পার্ড-দ্রগবা-জো কোলদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চেলসির মূল দলে মোটামুটি নিয়মিত সুযোগ করে নিতে পারবেনএমন ভাবনাই তো হাস্যকর!

PNTT No:- 25/PNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21

Percentage rated e-tender in single bid are invited for the following works:-

SI. No.	Description	Estimated Cost	Deadline for online biding
1	Providing, fitting fixing & Commissioning of 50 HP Capacity Centrifugal motor at Raw water pump house of 0.15 MGD Treatment Plant at Nalua under DWS sub-division Belonia (Deposit Work). DNIT No: 107/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21	Rs/- 4,72,670.00	Up to 15.00 Hrs on 09.11.2020

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.zov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.triouratenders.gov.in For details please visit www.triouratenders.gov.in for any query please contact :- 03823-224-812

For and on behalf of Governor of Tripura.
(Er. T. Chakma)
Executive Engineer DWS Division,
Belonia Betonia, South Tripura

ICA/C-1962/2020-21

'Conserve Water and Save Life

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT 20/EE/RD-TLM/19-20 Dt: 22/10/2020

The Executive Engineer, RD Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 5.00 P.M on 06/11/2020 for 10(Ten) nos Construction works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact at 03825-26209/ 8731074766/ 9862139398. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/illegible
Executive Engineer
RD Teliamura Division Teliamura,
Khowai, Tripura

ICA/C-1955/2020-21

আগরতলা–ধর্মনগর এবং আগরতলা–সাব্রুম শাখায় ডেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ট্রেনগুলির চলাচল

পূর্বে বিজ্ঞাপিতমতো ডেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা পুনরায় বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত ৩০-১০-২০২০ তারিখ থেকে চালু হবে।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস)

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আই টি আই -এ শূন্য আসনে ভর্তি প্রক্রিয়ার মেয়াদ বৃদ্ধি

(https://itiadmission.tripura.gov.in)

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর, ত্রিপুরা সরকারের অধীনস্থ আই টি আই-এ ২০২০ সালের শিক্ষা বর্ষের শূন্য আসনের ভর্তি প্রক্রিয়ায় আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যধারার সময়সীমা নিম্নে দেওয়া অনুক্রম অনুযায়ী বর্ধিত করা হচ্ছে।

Period extended for submission of online application by candidates	Up to 10/11/2020
Period extended for verification of credentials in verification centres	Up to 11/11/2020
Publication of Merit List	11/11/2020
Seat Allotment for PwD candidates	11/11/2020
Admission of PwD candidates in respective Govt. ITIs	12/11/2020
Online seat allotment (Other Candidates)	13/11/2020
Admission of Candidates in respective Govt. ITIs	16/11/2020 to 20/11/2020

বি:দ্র - ভর্তি হতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের https://itiadmission.tripura.gov.in ওয়েব পোর্টালে অনলাইন আবেদন পত্র জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। পূর্বে প্রকাশিত ভর্তির নিয়মাবলী অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটে দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

অধিকর্তা
শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

ICA-D-763/20

PNIeT No:- 93/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-22

Single bid percentage rate e-tender is invited for the following work:-

Sl No	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T : 12/SE/DWS/C/AMB/2020-21.	Rs.8234692.00	Rs. 82347.00	180 (One Hundred Eighty) days	Appropriate Class
2	DNIe-T : 13/SE/DWS/C/AMB/2020-21.	Rs.8234692.00	Rs. 82347.00	180 (One Hundred Eighty) days	
3	DNIe-T : 14/SE/DWS/C/AMB/2020-21.	Rs.8234692.00	Rs. 82347.00	180 (One Hundred Eighty) days	
4	DNIe-T : 15/SE/DWS/C/AMB/2020-21.	Rs.8234692.00	Rs. 82347.00	180 (One Hundred Eighty) days	
5	DNIe-T : 16/SE/DWS/C/AMB/2020-21.	Rs.8234692.00	Rs. 82347.00	180 (One Hundred Eighty) days	
6	DNIe-T : 17/SE/DWS/C/AMB/2020-21.	Rs.8234692.00	Rs. 82347.00	180 (One Hundred Eighty) days	
7	DNIe-T : 18/SE/DWS/C/AMB/2020-21.	Rs.8234692.00	Rs. 82347.00	180 (One Hundred Eighty) days	
8	DNIe-T : 19/SE/DWS/C/AMB/2020-21.	Rs.8234692.00	Rs. 82347.00	180 (One Hundred Eighty) days	

- Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : 11-11-2020 up to 15.00 Hrs
- Date and Time for Opening of 13!D : 13-11-2020 at 16.00 Hrs
- Website for Document Downloading and Bidding at Application : https://tripuratenders.gov.in
- Tender Fee : 2,500.00 each, (non refundable).
- Depositing of Tender Fee & EMD to be done by online payment mode as specified in UNIeT through bups://tripuratenders.gov,in

All details are available in the https://tripuratenders.gov.in Note :
*NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER
Mob - 9436355955
ICA/C-1959/2020-21

Executive Engineer
DWS Divisiom, Ambassa,
Jhawarnagar, Dhalai Tripura
dt. 21-10-2020

দূষণের মাত্রা বাড়ছে দিল্লিতে, ব্যাহত স্বাভাবিক জনজীবন

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): বায়ুদূষণে বেহাল দিল্লি। দূষণের মাত্রা যত বাড়ছে, ততই বাড়ছে অস্বস্তি। গত কয়েকদিন আগে পর্যন্ত "খারাপ" ছিল, ধীরে ধীরে আরও খারাপ হচ্ছে রাজধানীর বাতাস। বায়ুদূষণের জেরে ব্যাহত হচ্ছে দিল্লির স্বাভাবিক জনজীবন। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির ইন্ডিয়া গেট ও সংলগ্ন এলাকা ছিল ধোঁয়াশায় ঢাকা। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকালে জাহাঙ্গীরপুরীতে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল ৪২০, যা ভীষণ খারাপ।

জাহাঙ্গীরপুরী ছাড়াও আর কে পুরমের বাতাসও ছিল দূষিত। আর কে পুরমে বাতাসের গুণগতমান ছিল ৩৭৬, আইটিও-তে ৩৮৪, লোধি রোডে ৩১১ এবং পঞ্জাবি বাগে ৩৮৭। এছাড়াও আনন্দ বিহারে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল ৪০১, আলিপুরে ৪০৫ এবং ওয়াজিরপুরে ৪১০। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, সর্বত্রই বাতাসের গুণগতমান ছিল অত্যন্ত খারাপ। খারাপ বাতাসের কারণেই অস্বস্তির মধ্যে রয়েছেন দিল্লির মানুষজন। দূষণ এতটাই যে ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ছে দিল্লির বিভিন্ন প্রান্ত।

লুকোচুরি শেষ, ফরিদাবাদে তরুণী-খুনে তৃতীয় অভিযুক্তও ধৃত

ফরিদাবাদ, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): গত কয়েকদিনের লুকোচুরি শেষ, পুলিশের জালে ধরা পড়ল বল্লবগড়ে তরুণী-খুনের ঘটনায় তৃতীয় অভিযুক্ত। বৃহস্পতিবার ফরিদাবাদ পুলিশ জানিয়েছে, বল্লবগড়ে ২১ বছর বয়সী তরুণী খুনের ঘটনায় তৃতীয় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের নাম আজরু। মূল অভিযুক্ত তৌসিফকে দেশীয় পিস্তল তুলে দিয়েছিল আজরুই। নূহ জেলা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে আজরুকে।

কলেজে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলেন ২১ বছর বয়সী নিকিতা তোমার। ফেরার পথে তাঁকে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করেছিল মূল অভিযুক্ত তৌসিফ। বাধা দেওয়ায় নিকিতাকে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে হত্যা করে তৌসিফরা। ঘটনার পরই তৌসিফ-সহ দু''জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পলাতক ছিল আজরু। অবশেষে তৃতীয় অভিযুক্তকেও গ্রেফতার করেছে ফরিদাবাদ পুলিশ।

তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত বেড়ে ১,৩২৪, সুস্থতা ৯১.৮০ শতাংশ

হায়দরাবাদ, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): তেলেঙ্গানায় ফের বাড়ল করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১,৫০৪ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ৫ জনের। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল, ২,৩৫,৬৫৬ লক্ষ এবং ১, ৩২৪। স্বস্তি দিয়ে তেলেঙ্গানায় বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতার সংখ্যা ৯১.৮০ শতাংশ।

বৃহস্পতিবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১,৫০৪ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ৫ জনের, বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১,৪৩৬

ছয়ের পাতায় দেখুন

সপা প্রার্থীকে হারাতে বিজেপিকেও ভোট দিতে প্রস্তুত : মায়াবতী

লখনউ, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): সমাজবাদী পার্টির বিরুদ্ধে বহুদিনের চাপা ক্ষোভ উগরে দিলেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র সুপ্রিমো মায়াবতী। মায়াবতী জানিয়ে দিলেন, উত্তর প্রদেশে আসন্ন এমএলসি নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টির প্রার্থীকে পরাজিত করার জন্য, সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করবে বিএসপি। প্রয়োজন হলে বিজেপি প্রার্থী অথবা অন্য কোনও দলের প্রার্থীকেও যদি ভোট দিতে হয়, তাও করবে বহুজন সমাজ পার্টি। সপা-র বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বৃহস্পতিবার মায়াবতী বলেন, "আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, উত্তর প্রদেশে আসন্ন এমএলসি নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টির প্রার্থীকে পরাজিত করার জন্য, সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করব। দরকার পরলে বিজেপি প্রার্থী অথবা অন্য কোনও দলের প্রার্থীকেও ভোট দিতে প্রস্তুত আমরা।

সমাজবাদী পার্টির বিরুদ্ধে কেন এত রাগ? উত্তর মায়াবতী নিজেই দিয়েছেন। বিএসপি সুপ্রিমোর কথায়, "লোকসভা নির্বাচনের সময় সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সপা-র সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল আমাদের দল। তাঁদের পরিবারের মধ্যেই বিবাদের কারণে, বিএসপি-র সঙ্গে জোটে তাঁরা খুব বেশি কিছু করে উঠতে পারেনি। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে আমাদের প্রতি কোনও সাড়াশব্দও ছিল না তাঁদের, তাই আমাদের পথ আলাদা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" মায়াবতী আরও বলেন, লোকসভা নির্বাচনের পর আমাদের প্রতি সমাজবাদী পার্টির আচরণ দেখে আমরা বুঝতে পারি, তাঁদের বিরুদ্ধে ১৯৯৫ সালের ২ জুনের মামলা প্রত্যাহার করে আমরা বড় ভুল করেছি। বুঝতে পারি তাঁদের সঙ্গে হাত মেলানো উচিত ছিল না। এই সমস্ত বিষয় আমরা চিন্তা করে দেখেছি।"

আজ লক্ষ্মী পূজা ও সামনে দেওয়ালি। তাই এখন বাজি বিক্রেতাদের পশরা বাজারে বাজারে। ছবি-নিজস্ব।

কোনরকম প্রশিক্ষন ছাড়াই কল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন দেব দেবীর মুর্তি তৈরি করছে এক কলেজ পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ অক্টোবর।। কোনরকম প্রশিক্ষন ছাড়াই নিজের প্রতিভাকে মাতিয়ে তোলেছে অমৃত দেবনাথ নামে এক কলেজ পড়ুয়া ছাত্র, বাড়ি চড়িলাম বিধানসভার উওর ব্রজপুর এলাকায় ।জানা যায় অমৃত দেবনাথ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর তিনমাস নিজের ঘরে আবদ্ধ ছিল, অন্যান্য ছেলেদের মতো খেলাধুলা বা ঘুরাফেরা না করে ঘরের মধ্যে বিভিন্ন দেব দেবীর মুর্তি তৈরি করতো।

পিতা,মাতা যখন এই মুর্তি তৈরির কথা জানতে পারে তখন তাদের ছেলেকে এইসব না করার জন্য বলে কিন্তু প্রতিভাকে আটকে রাখতে পারে কে, পরিবারের অজান্তে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রথমে দেব দেবীর মুর্তিগুলো সবটা তৈরি করলেও চোখ ফোটানুটা কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু এর কিছুদিন পর দেব দেবীর চোখ ফোটানুটা ঘুমন্ত অবস্থায় শিখে নিয়েছে অমৃত দেবনাথ।

পরিবার অনেক চেষ্টা করলেও থামাতে পারেনি তার প্রতিভাকে এমনকি একসময় নিজের বাড়ির কালী পুজোর মুর্তি তৈরি করে সকলের মন কেড়ে নিয়েছে কলেজ পড়ুয়া।

বর্তমানে এখন এলাকার সকলে বিভিন্ন পুজোর প্রতিমা তার কাছ থেকে নিয়ে যায়।

দাদু মনোরঞ্জন দেবনাথকে সাথে নিয়ে সমস্ত রকমের দেব দেবীর প্রতিমা তৈরি করে রেখেছে। এলাকার অধিকাংশ দের মতে কোনরকম প্রশিক্ষন ছাড়া কিকরে সমস্ত রকমের দেব দেবীর প্রতিমা তৈরি করছে অমৃত, তাছাড়া ছেলেকে নিয়ে এখন গর্ভ করছে পিতা ও মাতা।

করোনা আবহে পিছিয়ে গেল কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের দিনক্ষণ, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি স): কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব নিয়ে প্রতিবছরই উৎসাহের শেষ থাকে না সিনে প্রেমীদের। অক্টোবরের শেষ থেকেই আনন্দে মাতে সিনেপ্রেমীরা। কারণ নভেম্বর মানেই নন্দন জুড়ে শুরু হবে চলচ্চিত্র উৎসব। কিন্তু চলতি বছর সব কিছুতেই পড়েছে ভাটা। করোনা আবহে এই বছর হচ্ছে না চলচ্চিত্র উৎসব। পিছিয়ে গেল কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের দিনক্ষণ। বুধবার টুইট করে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বস্তি পেলেন পাক প্রধানমন্ত্রী, সংসদ হামলা মামলায় বেকসুর ইমরান

ইসলামাবাদ, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): সংসদ ভবন হামলা (২০১৪) মামলায় স্বস্তি পেলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। বৃহস্পতিবার সংসদ ভবন হামলা মামলায় পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করেছে ইসলামাবাদের সন্ত্রাস-দমন আদালত। বৃহস্পতিবার ইমরান খানকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করেছেন সন্ত্রাস-দমন আদালতের বিচারপতি রাজা জাওয়াদ আব্বাস হাসান। তিনি জানান, "ইমরান খান বেকসুর খালাস হলে প্রসিকিউশনের কোনও আপত্তি নেই।"

তবে, বিদেশমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পারভেজ খাট্টাক, শিক্ষা মন্ত্রী শাফকাত মেহমুদ এবং পরিকল্পনা মন্ত্রী আসাদ উমর, পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ দলের নেতা আলীম খান এবং ইমরান খানের ঘনিষ্ঠ জাহাঙ্গীর খান তারিনকে অপরাধী গণ্য করেছে। আগামী ১২ নভেম্বর তাঁদের আদালতে হাজির থাকতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের ৩১ আগস্ট পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ এবং পাকিস্তান আওয়ামী তেহরিক কর্মীরা সংসদ ভবন এবং প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে অগ্রসর হন। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। ইমরান খান, প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভি,শাহ মেহমুদ কুরেশি-সহ অন্যান্য নেতাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস-দমনে আইনে মামলা রুজু করে পুলিশ।

শিমলার হোটেলে বিধ্বংসী আগুন, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

শিমলা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলায় "হোটেল ক্যাপিটাল"-এ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। বুধবার রাত ১১.১৫ মিনিট নাগাদ শিমলার কার্ট রোডের কাছে "হোটেল ক্যাপিটাল"-এ ভয়াবহ আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা হোটেলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট তিনটি ইঞ্জিন। আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে চাই হয়ে গিয়েছে হোটেলের তিনটি রুম। যদিও, এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। অগ্নিকাণ্ডে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, বুধবার রাত ১১.১৫ মিনিট নাগাদ শিমলার কার্ট রোডের কাছে "হোটেল ক্যাপিটাল"-এ ভয়াবহ আগুন লাগে। রাতের অন্ধকারে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে ওই হোটেল। খবর পাওয়ার কিছুক্ষনের মধ্যেই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। প্রায় দু''ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তবে, আগুনের লেলিহান শিখায় হোটেলের তিনটি রুম পুড়ে গিয়েছে। হোটেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ২ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছেন দমকল কর্মীরা।

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে রাজ্যপাল সকাশে রাজ ঠাকরে আশ্বাস কোশিয়ারির

মুম্বই, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): মহারাষ্ট্রে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ইস্যুতে রাজ্যপাল ভগৎ সিং কোশিয়ারির সঙ্গে দেখা করলেন মহারাষ্ট্র নবনির্মান সেনা (এমেনেস)-র প্রধান রাজ ঠাকরে। বৃহস্পতিবার সকালে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন রাজ ঠাকরে। উভয়ের মধ্যে বেশ কিছুক্ষন কথা হয়। সূত্রের খবর, রাজ ঠাকরেকে সমস্ত ধরনের আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যপাল ভগৎ সিং কোশিয়ারি।

রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে, রাজভবনের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ ঠাকরে জানান, "আমার প্রনিধি দল আদানি এবং বিইএসটি-র আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাই আজ বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করলাম। কোম্পানিগুলি বিদ্যুতের বিল কমাতে প্রস্তুত রয়েছে। রাজ্যপাল শীঘ্রই এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে অবগত করবেন এবং সিদ্ধান্ত নেবেন।" রাজ্যপালের সঙ্গে ঠিক কী কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, রাজ ঠাকরেকে এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "মহারাষ্ট্রে বহু ইস্যু রয়েছে। প্রশ্নের অভাব নেই, সরকারের কাছ থেকেই তো উত্তর পেতে হবে। আমি শরদ পওয়ারজির সঙ্গেও দেখা করব। প্রয়োজন হলে এবং সঠিক সময় এলে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করব।"

২৪ ঘন্টায় করোনা-আক্রান্ত ১,৬১৭ জন, ওড়িশায় মৃত্যু বেড়ে ১,২৯৭

ভুবনেশ্বর, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা আপাতত দুই হাজারের নীচে ওড়িশায়। ওড়িশায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৬১৭ জন। শেষ ২৪ ঘন্টায় করোনা কেড়ে নিয়েছে আরও ১৩ জনের প্রাণ। ফলে ওড়িশায় করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল যথাক্রমে-২,৮৭,০৯৯ এবং ১,২৯৭।

বৃহস্পতিবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ১,৬১৭ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৮৭,০৯৯। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ১৫,৬১৯ এবং ১৩ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ১,২৯৭-এ পৌঁছেছে। ওড়িশায় বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ২,০১৫ জন। সবমিলিয়ে এযাবৎ সুস্থ হয়েছেন ২,৭০,১৩০ জন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।